POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 36

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

9 সেপ্টেম্বর, 2021 ● 1 সফর 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

কার্পণ্য করা থেকে বিরত থাকার এবং সদকা ও খয়রাত করার উপদেশ ।

১৪২৭) হযরত হাকীম বিন হাজজাম (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- 'উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। আর সর্বপ্রথম তাদেরকে দাও, যাদের তুমি লালন পালন কর আর উত্তম সদকা সেটিই যা চাহিদা পুরণের পর করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাচনা করা থেকে রক্ষা পেতে চাইবে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন আর যে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করতে চাইবে আল্লাহ্‌ তা তাকে অমুখাপেক্ষি করবেন।

১৪৩১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাকাত নামায পড়ালেন। তিনি (সা.) এর পূর্বে কিম্বা পরে কোন নামায পড়েন নি। অতঃপর মহিলাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন আর তাঁর সঙ্গে হযরত বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে উপদেশ দান করেন, তাদেরকে সদকা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলে মহিলারা কেউ হাতের বালা, কেউ কানের গয়না নিক্ষেপ করছিল।

১৪৩৩) হযরত আসমা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) আমাকে বলেছেন- বেঁধে রেখো না। (খুলে দাও) অন্যথায় তোমাদের কাছে আসা থেকে আটকে দেওয়া হবে।

* উসমান বিন আবি শিবা আবাদাহর পক্ষ থেকে এই হাদীসটিই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আর এই কথাগুলি বলেছেন- 'গণনা করতে থেকো না, অন্যথায় আল্লাহও তোমাদেরকে গুনে গুনে দিবেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৬ই আগস্ট ,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

তোমরা সচরাচর নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে শিশু যখন চিৎকার করে কাঁদে, কলরব করে, তখন মা কিরূপ অস্থির হয়ে তাকে দুগ্ধ পান করায়। খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের দুগ্ধের জন্যও এক প্রকার ক্রন্দনের প্রয়োজন। সেই কারণে তাঁর সমক্ষে অশ্রুসজল চোখ উপস্থাপন করতে হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়াই হল নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সারমর্ম।

দোয়াই হল নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সারমর্ম। আর দোয়া হল এমন এক বিস্ময় যা খোদা তা'লা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়াশীল থাকে। তোমরা সচরাচর নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে শিশু যখন চিৎকার করে কাঁদে, কলরব করে, তখন মা কিরূপ অস্থির হয়ে তাকে দুগ্ধ পান করায়। খোদা তা'লা এবং বান্দাদের মাঝেও একই প্রকারের সম্পর্ক রয়েছে যা সকলে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। মানুষ যখন যারপরনায় বিনয় ও নিরীহতা নিয়ে খোদা তা'লার দ্বারে লুটিয়ে পড়ে নিজের অবস্থা মেলে ধরে এবং তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় যাচনা করে, তখন ঐশী করুণা উদ্বেলিত হয়, তার উপর দয়া করা হয়।

আকুতি মিনতি

খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের দুগ্ধের জন্যও এক প্রকার ক্রন্দনের প্রয়োজন। সেই কারণে তাঁর সমক্ষে অশ্রুসজল চোখ উপস্থাপন করতে হবে। যারা বলে যে খোদা তা'লার নিকট কান্নাকাটি করে কিছু পাওয়া যায় না, তাদের এমন চিন্তাধারা ভুল ও মিথ্যা। এমন লোকেরা আল্লাহ্‌ তা'লার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী, শক্তিমত্তা ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের উপর বিশ্বাস রাখে না। যদি তারা নিজেদের মধ্যে সত্যিকার ঈমান সৃষ্টি করত, তবে একথা কখনই বলত না। যখনই কেউ খোদা তা'লার নিকট এসেছে এবং সত্যিকার তওবাসহকারে প্রত্যাবর্তন করেছে, আল্লাহ্‌ তা'লা তার উপর অনুগ্রহ করেছেন। জনৈক ব্যক্তির এই উক্তি যথার্থই খাঁটি।

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست

অর্থাৎ- সে কেমন প্রেমিক, যার দশা প্রেমাস্পদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? হে মহাশয়! চিকিৎসক হাতের কাছেই, তাতে কি! বেদনাই যখন নেই!

খোদা তা'লা অবশ্যই চান যে তোমরা তাঁর নিকট পবিত্র হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হও। কেবল শর্ত এতটুকুই, নিজেকে তাঁর উপযুক্ত করে তোল এবং সত্যিকার পরিবর্তন আনয়ন কর। খোদা তা'লা বিস্ময়কর শক্তিসমূহ ও অনন্ত কৃপা ও কল্যাণের অধিকারী। কিন্তু তা দেখার জন্য ভালবাসার চোখ তৈরী কর। যদি খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার ভালবাসা থাকে, তবে তিনি অগণিত দোয়া শোনেন এবং তাঁর সমর্থনের হাত প্রসারিত করেন। কিন্তু খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা ও নিষ্ঠা থাকাটাই প্রধান শর্ত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২০)

লোকে সাধারণত মনে করে যে ইলহাম হলেই বড় পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে উঠল। অথচ এই বিষয়টিই যথেষ্ট নয়।শুধু ইলহামই বিচার্য হবে না, এই বিষয়টিও দেখা হবে যে সেই ইলহামের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'লার পক্ষ থেকে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে কি না বা সেই ব্যক্তির সম্মান প্রকাশেরও কোন আঙ্গিক রয়েছে কি না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর-এর ১০ নং আয়াত مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ (আমরা ফিরিশতাগণকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং (যখন তাহাদিগকে অবতীর্ণ করি) তখন তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) অবকাশ দেওয়া হয় না। -এর ব্যখ্যায় বলেন-

'হক' শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে এখানে এর অর্থ সত্য বাণী, অর্থাৎ ফিরিশতাগণ ঐশীবাণী নিয়ে অবতরণ করেন। কিন্তু তুমি রসুল নও যে তোমার উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হবে। আর ঐশী বাণী দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার অধিকারও তোমার নেই- অথবা এখানে 'হক' শব্দের অর্থ 'হক' বা অধিকার দাবি করা। অর্থাৎ যার যতটা অধিকার, সেই অনুপাতে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্‌ তা'লার নবী ও মোমেনদের উপর তাদের অধিকার অনুযায়ী 'হক' অবতীর্ণ হয়। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) এর উপর যে ফিরিশতা নাযেল হয়েছেন তিনি ছিলেন দয়ার ফিরিশতা। একমাত্র মহম্মদ রসুলুল্লাহই (সা.) তাকে দেখতে পেতেন। কিন্তু যারা খোদা তা'লার ক্রোধভাজন হয়েছে, তারা কিভাবে তাকে দেখতে পারে। তাদের উপর শাস্তির ফিরিশতাই নাযেল হবে আর তখন ফিরিশতাদের দেখা তাদের কোন

এরপর ৬ এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হল্যাণ্ডের খুদ্দামদের সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ রাত্রি ৯টার সময় সিডনি স্থিত মসজিদ বায়তুল হুদার খিলাফত হল এ সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয়।

৯টার সময় পর্দায় প্রিয় হুযুরের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল ফুটে উঠতেই সকল সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে আর হুযুর সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলার বসার নির্দেশ দেন। হুযুর আনোয়ারের আগমণের সাথেই আমাদের সকল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়।

কোরোনা ভাইরাস একদিকে যেমন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষকে নিজেদের জায়গায় আবদ্ধ করে রেখেছে, অপরদিকে খোদা তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর জামাতের জন্য আগে থেকেই এমন সব মাধ্যম ও উপকরণ সৃষ্টি করে রেখেছেন, যার মাধ্যমে আজ আমরা দশ হাজার মাইল দূরে নিজেদের দেশে বসে খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে তাঁর অফিসে সরাসরি সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করছি। আশা ছিল, এবছর হুযুর অস্ট্রেলিয়া আসবেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের সরাসরি সাক্ষাত হবে। কিন্তু খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে এর অনলাইন সাক্ষাতের মাধ্যমে খুদ্দাম ও আতফালদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল যেন হুযুর আমাদের মধ্যেই রয়েছেন।

জাতীয় স্তরের ৩০জন কর্মকর্তা এবং ১২ জন কায়েদ মজলিস এই সাক্ষাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।সাক্ষাত অনুষ্ঠানটির মোট সময়কাল ছিল এক ঘন্টা ২০ কুড়ি মিনিট। সাক্ষাতের সময় প্রত্যেক সদস্য নিজেরদের পরিচয় হুযুরের সামনে তুলে ধরে। হুযুর আনোয়ার প্রত্যেক জাতীয় স্তরের কর্মকর্তাদের কাছে একে একে তাদের কাজের খতিয়ান জানতে চান এবং তাদেরকে মূল্যবান উপদেশ দান করেন। তরবিয়তী বিষয়াদির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং খুদ্দামদের তরবিয়ত সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন- বাজে ধরণের টিভি না অনুষ্ঠান দেখা, অবৈধ প্রকারের বন্ধুত্ব না রাখা, বিবাহিত ছেলেদের স্ত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা। আর এ বিষয়ের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে যে তালাক কম হয়, পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ কম হয় আর এ বিষয়ে কর্মকর্তাগণ বিশেষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। খুদ্দামদেরও উপদেশ দিন, তারা যেন এদিক ওদিকে বিয়ে না করে আহমদী মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে করে। এছাড়া সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন কদাচার ও পাপাচার থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে হবে, সেটিও আপনাদের তরবীয়তী অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করুন। মানুষ যদি সঠিকভাবে নামায পড়ে, খোদা লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, তবে এমনিতেই অনেকগুলি সামাজির ব্যধি দূর হয়ে যায়। নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি তরবীয়ত সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানও তৈরী করুন যার মাধ্যমে খুদ্দামদের অবগত করবেন যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কি চান?

সন্তান প্রতিপালন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার হযরত আলি (রা.) এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'তাঁর ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাকে ভালবাসেন?' তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ'। এরপর তাঁর ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আল্লাহ্কেও ভালবাসেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন ছেলে বলল, 'এক হৃদয়ে দুটি ভালবাসা স্থান পাওয়াও কি সম্ভব? তিনি উত্তর দিলেন, 'ভালবাসার নিজস্ব মানদণ্ড থাকে। যখন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার প্রশ্ন আসবেব, তখন তা সকলের উপর প্রাধান্য পাবে, তোমার প্রতি ভালবাসা দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে যাবে। সন্তানের প্রতি ভালবাসা অবশ্যই থাকুক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ অনুসারে চলতে হবে। সন্তান যদি অন্যায় কাজ করে, আল্লাহ আদেশ বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, এটা অন্যায় হবে যদি সন্তানের ভালবাসার কারণে তাদেরকে কিছু না বলি। শৈশব থেকেই শিশুর মনে একথা ঢুকিয়ে দিন যে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আছে, কিন্তু আমি আল্লাহ্ তা'লাকে তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসি। তাই আমার ভালবাসা পেতে হলে তোমাকে অবশ্যই আল্লাহ্র আদেশ মেনে চলতে হবে, তাঁকে ভালবাসতে হবে।

সাক্ষাতের পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এক ভিন্ন প্রকারের উৎসাহ চোখে পড়ে, প্রত্যেকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছিল আর একে অপরকে সাধুবাদ জানাচ্ছিল। সকলের মুখে একথাই ছিল যে, 'এই ধরণের বরকতপূর্ণ সাক্ষাত বার বার হওয়া উচিত, কেননা খলীফাতুল মসীহ সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ, আমাদের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় হুযুরকে শান্তিপূর্ণ দীর্ঘায়ু দান করুন এবং তাঁর খিলাফতের অধীনে ইসলাম ও আহমদীয়াতকে বিশ্বজনীন উন্নতি দান করুন।

(ওয়াকাস আহমদ, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়া)

বেলজিয়ামের জাতীয় স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত

মাননীয় আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে যখন এই সুসংবাদ শোনানো হল যে, ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, শনিবার, স্থানীয় সময় দুপুর দুটোর সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে বেলজিয়ামের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন, তখন প্রিয় হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তটি কল্পনামাত্রই আধ্যাত্মিক সুখানুভবে তারা রোমাঞ্চিত হয়েছিল। আবার পরের মুহূর্তেই লজ্জা ও দ্বিধাবোধ তাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলে, একথা ভেবে যে, নিজেদের দুর্বলতা ও অবহেলা, যা তাদের কার্যকলাপের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে, কিভাবে তা হুযুরের সমীপে উপস্থাপন করবে? তখন তারা এই দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেছে যে আল্লাহ্ যেন তাদের অবেহলাগুলিকে ঢেকে রাখেন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২৬ শে সেপ্টেম্বর সেই আশিসমণ্ডিত দিনটি উদিত হল। কর্মকর্তামণ্ডলীর সদস্যরা প্রিয় হুযুরকে দেখার অধীর আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, অর্থাৎ ১১টা থেকেই মসজিদ বায়তুল মুজীবে পোঁছতে শুরু করে দেয়। দুপুর সাড়ে বারোটায় সমস্ত সদস্যরা মসজিদের কেন্দ্রীয় সভাগৃহে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করে যিকরে ইলাহিতে রত হয়।

১:৩২টায় আমাদের সকলের প্রাণ প্রিয় হুযুর হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে টিভির পর্দায় উপস্থিত হন এবং সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলেন। সকল সদস্য তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়িয়ে 'ওয়া আলাইকুম সালাম' বলে প্রিয় হুযুরকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। হুযুর সকলকে বসার নির্দেশ দেন। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় আমীর সাহেব বলেন, 'এরা বেলজিয়ামের জাতীয় স্তরের কর্মকর্তা।' হুযুর বলেন, 'প্রথমে দোয়া করে নিন। দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার আমীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর ডান দিকে বসে থাকা ভদ্রলোকটির পরিচয় কি?' আমীর সাহেব তাঁর পরিচয় দেন। এরপর হুযুর আনোয়ার আমীর সাহেবের বাম দিকে বসে থাকা সদস্যদের পরিচয় জানতে চাইলে একে একে সকলের পরিচয় করানো হয়। পরিচয় গ্রহণের পর কর্মকর্তারা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের বিভাগ ও কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেন এবং হুযুরের নির্দেশে সংক্ষেপে নিজেদের বিভাগের কার্যকলাপের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উপস্থাপন করেন। সেগুলি জানার পর হুযুর আনোয়ার সেই সব বিভাগের কার্যকলাপ আরও উন্নত করার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। একথা বলা অবশ্যই সমীচীন হবে যে, হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাদেরকে নিজের বিভাগের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত যার প্রভাব জামাতের প্রত্যেক সদস্য গ্রহণ করে।

খোঁজখবর নেওয়ার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মজলিসে আমলার কতজন সদস্য আছেন যারা আহমদী সদস্যদের কুরআন করীমের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে 'ওয়াকফে আরযি'-র জন্য উপস্থাপন করেছে? এই স্কীমের সাফল্যের জন্য সদস্যদেরকে প্রথমে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। আপনারা যদি নিজেরা প্রথমে সময়ের কুরবানী করে নিজেদেরকে উপস্থাপন না করেন, তবে জামাতের সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা কিভাবে করা যায় যে তারা আপনাদের নির্দেশ মেনে চলবে। ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের এই পন্থাটিকে ক্রমে স্থানীয় জামাত ও অঙ্গ সংগঠনগুলির মজলিসে আমেলার মধ্যে প্রচলন দিন। অনুরূপভাবে জামাতের বাইরের বিষয় সংক্রান্ত সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিয়েছি যে দেশীয় স্তরে সংসদ সদস্য ও উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করুন। স্থানীয় জামাতের সদরগণও যেন নিজেদের অঞ্চলের প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। তরবীয়ত সেক্রেটারী হুযুর আনোয়ারের সমীপে নিবেদন করেন যে, তরবীয়ত বিভাগ আমাদের এই সমাজে সন্তান ও পিতামাতার মাঝে বেড়ে চলা দূরত্ব মেটাতে একটি প্রকল্প তৈরী করেছে, যার অধীনে দিনে অন্তত একবার বাড়িতে সকলে মিলে আহার করবে যাকে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরী হয়। এই প্রকল্পের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন।

তবলীগ সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার বয়আতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন এবং দিক=নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, ধর্মীয় সংগঠন, রাজনীতিক এবং মিডিয়া হাউস ও এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যপক পরিসরে নিজেদের সম্পর্ক বিস্তার করুন, যাতে তাদের কাছে ইসলামের সঠিক বাণী পোঁছয়, শুধু তাই নয়, ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে যে সব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তা দূর করা যায়।

অডিও ভিডিও সেক্রেটারীকে উদ্দেশ্য করে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আপনার বিভাগটিকে আন্তজাতিক মানের সরঞ্জামে সুসজ্জিত করে এম.টি.এ-র মানসম্মত অনুষ্ঠান তৈরী করে পাঠান।

অনুরূপভাবে এই অধমকে (সেক্রেটারী রিশত=নাতা বা বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়াদি) হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, নিজের বিভাগকে সাহায্য ও পথপ্রদর্শনের জন্য এডিশনাল ওকীলুত তবশীর, ইসলামাবাদ (যুক্তরাজ্য)-এর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জুমআর খুতবা

আমি এতে মোটেও সন্তুষ্ট নই। আমি কৃত্রিমভাবে বলছি না বরং আমার স্বভাব ও প্রকৃতির দাবি হল, যে কাজই করা হবে তা যেন খোদার জন্য করা হয় আর যে আলোচনাই হবে তা যেন খোদার খাতিরে করা হয়। ”

মহানবী (সা.) একজন মু'মিনের এই চিহ্ন উল্লেখ করেছেন যে, সে অতিথির সম্মান করে।

যুক্তরাজ্যের জলসা (২০২১) উপলক্ষ্যে মেযবান ও অতিথিদের উদ্দেশ্য হুযুর আনোয়ারের উপদেশাবলী।

অতএব, এ দিনগুলোতে যিকরে এলাহী আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আরো বেশিআকর্ষণ করার মাধ্যম হয়। তাই, এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে যিকরে এলাহীর প্রতি জোর দিন এবং বিশ্বে র বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে আহমদীরা একত্র হয়ে জলসা শুনছেন বা পরিবারের সদস্যদের সাথে বসে জলসা শুনছেন তারাও যিকরে এলাহীর প্রতি মনোযোগী হোন, যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার যতবেশি সম্ভব কৃপারাজি আকর্ষণ করতে পারি। আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নততর করতে পারি এবং আল্লাহর কৃপা আকর্ষণ করে আমরা যেন জাগতিক বিপদাপদ থেকেও সুরক্ষিত থাকতে পারি।

অতিথিরা এ বিষয়টিও সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, ইসলাম মেজবানকে যেখানে অতিথির সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে অতিথিদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, অতিথি হিসেবে তোমাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, অতিথি হিসেবে তোমরা যখন কারও কাছে যাবে তখন মেজবানের ব্যস্ততার প্রতিও খেয়াল রাখবে।

দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে সাক্ষাৎ করা যেন তাদেরকে জলসার অনুষ্ঠানশোনা থেকে বঞ্চিত করে না দেয় বা দোয়ার প্রতি যেন অমনোযোগি না করে। যেহেতু জলসায় এসেছেন তাই এথেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করুন।

যারা আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন– একান্ত অপারগ না হলে তারা যেন অবশ্যই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যথায় তাদের অংশগ্রহণ না করায় সেসব লোকের অধিকার হরণ হবে যাদেরকে অনুমতিপত্র দেওয়া হয় নি।

বৈরি আবহাওয়াকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাবেন না।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৬ আগস্ট, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৬ জহুর, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ ইনশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। সর্বপ্রথম আমি এটি বলতে চাই, এ দিনগুলোতে অনেক দোয়া করুন যেন জলসা সকল অর্থে কল্যাণজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ দিনগুলোতে একান্ত ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজমান রাখুন আর অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়সমূহকে পুণ্য ও তাক্বওয়ায় সমৃদ্ধ করুন। যদিও আজকাল যে মহামারি ছড়িয়ে আছে সেকারণে এখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক সীমিত। কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে যে, ঘরে ঘরে এবং কোন কোন জায়গায়, বিভিন্ন মসজিদে বা যেখানে হলের সুবিধা আছে সেখানে হলে জামা'তী ব্যবস্থার অধীনে জলসা শোনা যাবে। যাহোক, যারাই এভাবে জলসায় যোগদান করছেন তারাও এই চিন্তাচেতনার সাথে জলসায় যোগদান করুন, যেন আপনারা জলসা গাহেই উপস্থিত আছেন। আর তিন দিনই অনুষ্ঠানমালা শ্রবণ করুন এবং দোয়ায় অতিবাহিত করুন।

এ বছর এভাবে জলসার আয়োজন ব্যবস্থাপনার জন্যও এক নতুন অভিজ্ঞতা আর অংশগ্রহণকারীদের জন্যও। আয়োজকদের হাতে অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা পূর্বে থাকতো সেগুলো এ বছর তাদের হস্তগত হয় নি। তাদের ধারণা ছিল, সেগুলো হস্তগত হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। তাই অতিথি বা জলসায় যোগদানকারীরাও এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেখানেই আয়োজকদের আয়োজনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে সেগুলো উপেক্ষা করুন আর দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি ঘটান আর এরপর জলসা স্বীয় অতীত ঐতিহ্যে আয়োজিত হতে পারে। কারো কারো অভিযোগ রয়েছে যে, কতিপয় শর্তের কারণে আমাদের জলসায় যোগ দিতে দেওয়া হয় নি অথবা কোন কোন স্থানে যোগদানকারীদের যে নির্বাচন হয়েছে তা সঠিক নয়। যাহোক, আয়োজনকারীরা এই বিষয়ে তাদের কারণ দেখিয়েছে। কতিপয় স্থানীয় জামা'তের ব্যবস্থাপনাও তাদের কারণ দেখিয়েছে। অজুহাত সঠিক হোক বা ভুল, সেটিকে একপাশে রেখে জামা'তের সদস্যদের আমি এটিই বলব যে, এই ক্ষেত্রেও উপেক্ষা করুন আর ধরে নিন যে, এটি যেহেতু প্রথম অভিজ্ঞতা তাই কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে। তাই ক্ষমা করে দিন আর কোন প্রকার কষ্ট মনে স্থান দেবেন না।

এর পর আমি জলসা এবং আতিথেয়তার বিষয়ে কিছু কথা বলব। সাধারণত জলসার দিনের খুতবায় আমি অতিথিদের দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি অথবা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু কথা বলে থাকি। জলসার এক জুমুআ পূর্বের খুতবায় অতিথিসেবক ও ডিউটি প্রদানকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলে থাকি। কিন্তু এবার যেহেতু পূর্বে দায়িত্ব পালনকারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলি নি তাই আজ উভয়ের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলব।

প্রথম কথা মেজবান ও দায়িত্বপালনকারীদের উদ্দেশ্যে এটি বলতে চাই যে, পরিস্থিতির কারণে আতিথেয়তায় কোন ঘাটতি থাকা উচিত নয়। বিদেশ থেকে যে ছয়-সাত হাজার অতিথি আসতেন, এবার তারা আসছেন না। দেশের বিভিন্ন শহর থেকে আগত অতিথিরা হবেন আর তাদের সংখ্যাও অনেক স্বল্প। তাই এই বিষয়টিকে সহজ মনে করে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। যদি কোথাও ঘাটতি থেকে যায় তাহলে যারা কাছের মানুষ হয়ে থাকে, যাদের সাথে সম্পর্ক থাকে, তাদের অভিযোগের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই খুবই সচেতনতা ও মনোযোগের সাথে সবার আতিথেয়তা করুন। কোন প্রকার ঘাটতি যেন না থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্যের জলসার কর্মীদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, যেমনটি আমি গতকাল কর্মীদের (কাজের প্রস্তুতি) নিরীক্ষণের সময় বলেছিলাম যে, নাসেরাত, লাজনা, আতফাল, খোদ্দাম ও আনসারের মধ্য থেকে,সকল স্তরের কর্মী, নিজেদের দায়িত্ব এবং কাজের ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে আর বড় আয়োজন সামলানোর যোগ্যতা রাখে। নতুন অংশগ্রহণকারী ছেলে ও মেয়েদের ভালোভাবে তারা কাজ শেখাতে পারে। তাই এদিক থেকে কোন চিন্তা নেই যে, তারা কাজ জানে না। জলসার প্রতিটি বিভাগে দক্ষতার সাথে কাজ করার লোক রয়েছে এবং তারা কাজ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'লারও নির্দেশ রয়েছে যে, মু'মিনকে স্মরণ করাতে থাকা উচিত, এটি তার জন্য উপকারী। আর যেমনটি আমি বলেছি, জলসার আয়োজন সীমিত পরিসরে করা হয়েছে। কখনও কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যে, স্বল্প সংখ্যক মানুষের জন্য জলসা হচ্ছে, এটি আমরা সহজেই সামাল দিতে পারব, কতিপয় ক্ষেত্রে অসাবধানতার কারণে ঘাটতি থেকে যায়, ত্রুটি দেখা দেয়। আর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যারা নতুন তারা এর ভুল অর্থও গ্রহণ

করতে পারে। অতএব,অতিথিদের সেবাযত্নের জন্যও এবং নবাগতদের শেখানোর জন্যও এটি আবশ্যক যে, আয়োজন ততটা বড় না হলেও প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ। আর বিশেষ করে আজকাল আবহাওয়াও বেশ প্রতিকূল। এর কারণেও কোন কোন বিভাগের অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যেক কর্তব্যরত ব্যক্তির একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, অতিথি স্বল্প সংখ্যক হোক বা বেশি, জলসায় আগমনকারী অতিথিরা হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি। আর আমাদের উচিত তাদের যথাসাধ্য সেবা করা। আতিথেয়তা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা নবী-রসূল এবং তাঁদের জামা'তের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অতএব, ধর্মীয় জামা'ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য আবশ্যক হল, আমাদের আতিথেয়তা যেন বিশেষ মানের হয় আর এই বৈশিষ্ট্য যেন আরও উজ্জ্বল হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে যখন আগত অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের মাঝে অতিথিদের বণ্টন করে দিতেন। সাহাবীরা পরম আনন্দে অতিথিদের নিজেদের সাথে নিয়ে যেতেন। প্রভাতে যখন তিনি (সা.) অতিথিদের কাছে তাদের রাত্রিযাপন এবং সাহাবীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের অবস্থা জানতে চাইতেন, সেবার মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তখন প্রত্যেকের উত্তর এটিই হতো যে, আমরা এমন অতিথিসেবক দেখি নি যারা এত উন্নত মানের আতিথেয়তা করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৭)

অতএব, এটি হল সেই আদর্শ যা মহানবী (সা.)-এর তরবীয়তের কল্যাণে সাহাবীরা আমাদের সামনে এবং আমাদের জন্য স্থাপন করেছেন। আর এ যুগে, যখন কিনা আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি, তিনি (আ.)ও আমাদেরকে সেই আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত সাহাবীরা স্থাপন করেছিলেন।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ (জামা'তের) লোকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আমার নীতি অনুযায়ী যদি কোন অতিথি আসে আর গালমন্দ পর্যন্তও বিষয় গড়ায়, অর্থাৎ অতিথি যদি কটু ভাষা ব্যবহার করে এবং কঠোর আচরণ করে, তাদের ব্যবহার ভালো না হয়, তবুও তা সহ্য কর।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯১)

যদিও তিনি এখানে অ-আহমদী অতিথিদের বিষয়ে এই নসীহত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, অতিথি যে-ই হোক না কেন, আহমদী অতিথি হলেও একজন মেজবানের কাজ হল, উন্ন ত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করা এবং কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে না দেওয়া। আপন-পর সবার ক্ষেত্রে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তার অসাধারণ মান দেখতে পাই। আপনজনদের সাথেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসাধারণ আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর কেনই বা হবে না, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই সেই উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করার ছিল যার মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর চিত্র আমাদের সম্মুখে আসার কথা যেন আমরা তা জগতের সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান আসি, হযরত সাহেব আমাকে মসজিদ মোবারকে বসতে দেন, যা তখন পর্যন্ত ছোট্ট একটি জায়গা ছিল। এখনও তা ছোট্ট মসজিদ, কিন্তু তখন খুবই ছোট ছিল, একটি কক্ষের সমান। এরপর [তিনি (আ.)] বলেন, আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। একথা বলে তিনি (আ.) ভেতরে যান। মুফতী সাহেব (রা.) বলেন, আমরা ধারণা ছিল, হয়ত কোন সেবকের হাতে খাবার পাঠিয়ে দিবেন, কিন্তু কয়েক মিনিট পরে যখন জানালা খুললো তখন আমি দেখলাম, তিনি নিজের হাতে থালায় করে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। একটি ট্রেতে করে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বলেন, আপনি খাবার খান আমি পানি নিয়ে আসছি। মুফতী সাহেব (রা.) বলেন, আবেগের আতিশয্যে আমার (চোখ থেকে) অশ্রু নির্গত হয় যে, আমাদের ইমাম ও নেতা হয়ে হযরত যেখানে আমাদের এমন সেবা করেন সেক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের কীরূপ সেবা করা উচিত! (যিকরে হাবীব, পৃ: ৩২৭)

একবার বিছানাপত্রের অভাব দেখা দিলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের বিছানাও অতিথিদের দিয়ে দেন, এমনকি বাড়ির সমস্ত বিছানাপত্র দিয়ে দেন আর নিজে বিছানা ছাড়াই সারা রাত কষ্টের মাঝে কাটিয়ে দেন, কিন্তু কাউকে বুঝতেও দেন নি যে, আমার কষ্ট হয়েছে।

(আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১৮০)

এটি হল, অতিথিসেবার জন্য সত্যিকার ত্যাগ বা কুরবানী। কতিপয় লোক কোন কোন সময় ত্যাগস্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু আবার খোটাও দেয় যে, এই কুরবানী বা ত্যাগের কারণে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার সর্বদা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে যে কোন অতিথির যেন কোন কষ্ট না হয়। বরং এজন্য সর্বদা তাগিদ দিতে থাকি যে, যতদূর সম্ভব অতিথির আরামের ব্যবস্থা করা উচিত। {তিনি (আ.)} বলেন, অতিথির হৃদয় কাঁচের মতো ভঙ্গুর হয়ে থাকে, সামান্য আঘাতেই তা ভেঙে যায়। তিনি (আ.) বলেন, ইতিপূর্বে আমি এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যে, (আমি) নিজেও অতিথিদের সাথে বসে আহার করতাম (আর) বুঝতে পারতাম যে, অতিথিসেবা কেমন হচ্ছে। (খাবার) কতটুকু আছে, যথেষ্ট আছে কিনা, সবাই পেয়েছে কিনা? {তিনি (আ.)} বলেন, কিন্তু যখন থেকে অসুস্থতার কারণে আমাকে বেছে খেতে হচ্ছে তখন থেকে আর পূর্বাবস্থা বলবৎ থাকে নি, পাশাপাশি আরও একটি কারণ দেখা দেয় আর তা হল, অতিথির সংখ্যা এতটাই বেড়ে যায় যে, স্থান সংকুলান সম্ভব হতো না। এক জায়গায় বসে সবার আহার করা কঠিন হয়ে পড়ে। হয়তো বিভিন্ন জায়গায় খাবার পরিবেশন করা হত অথবা পালা করে (খাবার) পরিবেশন করা হতো, তাই বাধ্য হয়ে পৃথক হতে হয়েছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৬)

একবার যখন অনেক অতিথি আসে তখন তিনি (আ.) লঙ্গারখানার ব্যবস্থাপককে বলেন, দেখ! অনেক অতিথি এসেছেন, তাদের মধ্যে কতককে তুমি চেন আর কতককে (চেন) না; তাই তোমার উচিত হবে সবাইকে সম্মানিত জ্ঞান করে সেবা করা। কাজেই, অতিথিসেবকের কাছে সকল অতিথি সমান। কারো সাথে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করবে না। এমন নয় যে, অমুক ব্যক্তি কর্মকর্তা অথবা অমুক আমার পরিচিত, তাই তার বেশি সেবা করব এবং তার সাথে বেশি ভালো ব্যবহার করব। সবাইকে অতিথি জ্ঞান করে সমান সেবা কর। প্রত্যেক অতিথির সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত, এটিই অতিথিসেবার মূল। তিনি (আ.) তাকে বলেন, তোমার প্রতি আমার সুধারণা রয়েছে যে, তুমি অতিথিদের সেবাযত্ন করে থাক, তাদের সবার প্রাণঢালা সেবাযত্ন কর। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২২৬)

অতএব, এটি হল সেই সুধারণা, যা আজও সকল সেবকের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেবকদের অধিকাংশই এই সুধারণার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হন। যাদের মাঝে কোন দুর্বলতা রয়েছে তারা স্বয়ং নিজেদের যাচাই করুন আর দেখুন যে, কীভাবে তারা নিজেদের দুর্বলতা দূর করে অতিথিসেবার মান উন্নত করতে পারেন। আমি জানি, কোন কোন বিভাগের কর্মীদের কোন কোন অতিথির পক্ষ থেকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু আমাদের কাজ হল, কখনও উন্নত ব্যবহার পরিত্যাগ না করা, তা প্রদর্শন করুন। অতিথি যা ইচ্ছা বলুক, প্রত্যেক কর্মীকে নিজের জন্য এটি আবশ্যক করে নিতে হবে যে, সে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করবে। এবার হয়ত সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে কর্মীদের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না বা কর্মীদের ধারণা থাকবে যে, সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু কর্মীরা যখন বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রতি অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তখন হতে পারে, কোন কোন অতিথি সেটি পছন্দ করবেন না। যেমন, কর্মীরা যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে, মাস্ক পরে থাকতে হবে, দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সাধারণত আমরা এগুলো মেনে চলি না। খাবার খাওয়ার সময় বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলতে হবে। কিন্তু সব কথা শোনার পরও কেউ যদি রূঢ় আচরণ করে এবং নির্দেশিত বিষয়াদির প্র তি মনোযোগ না দেয় ত াহলে মানুষের কথা শুনেও ভালোবাসার সাথেই অতিথিকে বুঝাবেন। সাধারণত অতিথিরাও বুঝেন যে, তাদেরকে বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, কিন্তু কিছু মানুষ স্বভাবগতভাবেই কোন কোন বিষয়ে চটজলদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান, আর এমন সমস্যা সৃষ্টিকারী লোকের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজনই হয়ে থাকে; আর অপরদিকে কর্মীদের ব্যবহারও যদি কঠোর হয় তাহলে চরম অপ্রীতিকর পরিস্থি তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কারো যদি কাউকে বুঝাতেও হয়, কোন অনুরোধও যদি করতে হয়, কোন কথা বলতে হয়, তাহলে পরম ধৈর্য ও নম্রতার সাথে বুঝান। মহানবী (সা.) একজন মু'মিনের এই চিহ্ন উল্লেখ করেছেন যে, সে অতিথির সম্মান করে। অর্থাৎ মু'মিনের বৈশিষ্ট হল, সে অতিথির সম্মান করে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-১৭৩)

অতএব, এই মু'মিনসুলভ বৈশিষ্ট্য সবার মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত। বৃষ্টির কারণে হাদীকাতুল মাহদীর পার্কিং এ সীমিত সংখ্যক (গাড়ি) পার্ক করার ব্যবস্থা থাকবে। প্রশস্ত মাঠ থাকলেও বৃষ্টির কারণে তা ভেজা, তাই সেখানে গাড়ি পিছলে যাওয়ার বা কাঁদায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই অন্যত্র পার্কিং এর জায়গা নেওয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে বাসে করে অতিথিদের নিয়ে আসা হবে। এখানে গাড়িতে করে যারা আসবেন তাদেরকে কর্তব্যরতদের অত্যন্ত কোমলতা ও ভালোবাসার সাথে বুঝাতে হবে। অনেকে সরাসরি (হাদীকাতুল মাহদীতে) চলে আসেন এবং জোরাজুরি করেন যে, আমরা এসে গেছি তাই আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হোক। পরম ভালোবাসার সাথে তাদেরকে বুঝান আর অতিথিদেরও কর্তব্যরতদের কথা বুঝতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই কাজে সহজসাধ্যতা ও গতি সঞ্চার হতে পারে।

অতএব, উভয়পাক্ষিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত থাকা উচিত। কেবল অতিথিরাই অতিথিসেবকদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখবেন না যে, এরাই আমাদের সেবায় নিয়োজিত, তাই আমাদের সমস্ত কথা শুনতে হবে এবং মানতে হবে।

বরং যে নিয়মকানুন নির্ধারণ করা হয়েছে অতিথিদেরও তা মেনে চলা উচিত। তবেই (সকল) কাজ যথাযথভাবে এবং দ্রুততার সাথে হতে পারে। অতিথিরা এ বিষয়টিও সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, ইসলাম মেজবানকে যেখানে অতিথির সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে অতিথিদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, অতিথি হিসেবে তোমাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, অতিথি হিসেবে তোমরা যখন কারও কাছে যাবে তখন মেজবানের ব্যস্ততার প্রতিও খেয়াল রাখবে। আর সে আমন্ত্রণ জানালে যেও বা তাকে আগাম জানিয়ে যেও। একদিকে মেজবানকে নির্দেশ দিয়েছে যে, বাড়িতে আগত অতিথির সাথে তুমি সদাচরণ করবে, তা সে যখনই আসুক না কেন। অপরদিকে অতিথিকে বলেছে, কারো বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে আগাম জানিয়ে যাবে। যদি না জানিয়ে যাও আর গৃহবাসী তোমাকে ভেতরে আসতে বারণ করে তাহলে কোন অভিযোগ না করে ফিরে যেও। জলসায় (আগত) অতিথিদের ক্ষেত্রে সাধারণত এ বিষয়টি প্রযোজ্য হয় না, কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, এ বছর বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বয়সেরও একটি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ এই বয়স থেকে এই বয়সের লোকেরা (জলসায়) আসতে পারবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক আরো কিছু বিধি-নিষেধ রাখা হয়েছে আর এগুলো দৃষ্টিপটে রেখে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং জামা'তগুলোকে বলা হয়েছে যে, বেছে বেছে ঐ লোকদের পাঠাবেন যারা এসব শর্তে উত্তীর্ণ হয়। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এদিক সেদিক হয়ে থাকবে এবং কারও কারও অভিযোগও থেকে থাকবে। এভাবে কতক লোক এ দেশে নতুন এসে থাকবেন আর তাদের ক্ষেত্রে শর্ত পূর্ণ হয় না কিন্তু তাদের দাবি হল, তাদেরকে যেন অবশ্যই জলসায় অংশগ্রহণের সু যোগ দেয়া হয়। বহির্বিশ্বথেকে আগমনকারী অনেকে হয়তো নিজ আত্মীয়স্বজনের সাথে চলে আস ার চেষ্টাও করবে অথবা নিজ এলাকার ব্যবস্থাপনার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে যে, (জলসায়) অংশগ্রহণের জন্য আমাদেরকে পাশ দেওয়া হোক। তাদেরকে বলতে চাই, এভাবে নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের জন্য এই নীতিগত পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং মৌলিক চারিত্রিকআচরণবিধি বাতলে দিয়েছে যে, গৃহবাসীদের অনুমতি ব্যতিরেকে কারো বাড়িতে প্রবেশ করবে না আর যদি বলা হয় যে, ফেরত চলে যাও তাহলে কোনরূপ অনুযোগ ছাড়াই ফেরত চলে যাও। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ (সূরা আন নূর: ২৯) আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফেরত চলে যাও তাহলে তোমরা ফেরত চলে যেও। তোমাদের জন্য এ বিষয়টি অধিক পবিত্রতা অর্জনের কারণ হয়। জলসায় আগমন করা এবং এতে যোগ দেওয়ার একটি বড় উদ্দেশ্যহল, নিজেদের সংশোধন এবং নিজেদের আত্মশুদ্ধি। জোর করে অংশগ্রহণের পরিবর্তে যে নিয়ম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, সেটি মেনে চলা অধিক পবিত্রতার কারণ। অতএব, যারা আমাকেওনাছোড়বান্দা হয়ে পত্র লিখেছেন, অথবা ব্যবস্থাপনাকে বলছেন, যে বিধি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যদি তারা মেনে চলে তাহলে তা অধিক উত্তম। মন খারাপ করা উচিত নয় অথবা কোন অনুযোগ করাও উচিত নয়। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন আর এমন অবস্থায় অধিক ব্যাকুলতার সাথে দোয়া নির্গত হয় এবং হবেও যেন আল্লাহ্ তা'লা অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক করে দেন যেন কতক লোক নিজ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জলসায় স্বাধীনভাবে যোগদান করতে পারে। কুরআনের নির্দেশাবলীকে কর্মে রূপায়নের ক্ষেত্রে সাহাবীদের রীতি আশ্চর্যজনক ছিল। এক সাহাবী বলেন, আমি বছরের পর বছর লোকদের বাড়ী-ঘরে বিভিন্ন সময় বা অসময়ে কেবল এ উদ্দেশ্যে যেতাম যাতে কেউ আমাকে বলে যে, এই অসময়ে বাড়ীতে প্রবেশ করা নিষেধ, এখন আমরা তোমার সাথে দেখা করতে পারব না, ঘরে প্র বেশ করার অনুমতি দিতে পারছি না, সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয় ফিরে যাও। তিনি বলেন, আমার বাসনা ছিল, কেউ যদি আমাকে এভাবে বলে তাহলে আমি কুরআনের আদেশ মান্য করে পুণ্যের ভাগী হবো। কিন্তু কখনোই এমনটি হয় নি যে, আমি কারও বাড়িতে গিয়েছি, আর আমার সামনে কেউ অপারগতা দেখিয়েছে।

(তফসীর দুররে মনসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭৫-১৭৬)

অতএব, উভয় পক্ষ তথা মেযবান এবং মেহমানও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করতেন। এই সার্বিক চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন এবং কুরআনের শিক্ষার ওপর আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে আমি এই বিষয়টি বলেছি এবং একটি নীতিগত নির্দেশনা দিয়েছি কিন্তু অনেকে এমনও আছেন যারা নিজেদের কথা মানানোর জন্য বলে দেন বা বলে দিবেন যে, তাহলে ব্যবস্থাপনারও না বলা উচিত নয়। স্বাভাবিক সময়ে ব্যবস্থাপনা না করে না আর করা উচিতও নয়। যদি করে তাহলে নিশ্চয় অতিথির প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হবে না এবং ইসলামী শিক্ষা-পরিপন্থী কাজ করা হবে, যে শিক্ষার ওপর আমল করার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন এবং স্বীয় আদর্শের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন অর্থাৎঅসময়ে রাতের বেলা অতিথি এসেছে আর তখনও তাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, এবারের জলসা যে পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা একটি বিশেষ অবস্থা এতে বাধ্য হয়ে অতিথিদের অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হচ্ছে। তাই কোন অভিযোগ না করে এটি মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু একই সাথে আমি সেসব লোককে একথাও বলতে চাই যে, যারা আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন- একান্ত অপারগ না হলে তারা যেন অবশ্যই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যথায় তাদের অংশগ্রহণ না করায় সেসব লোকের অধিকার হরণ হবে যাদেরকে অনুমতিপত্র দেওয়া হয় নি। বৈরি আবহাওয়াকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাবেন না।

যেহেতু বিরূপ আবহাওয়ার কথা এসেছে; এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রাবওয়া কিংবা কাদিয়ানে শীতের দিনে উন্মুক্ত মাঠে জলসা হয়। রাবওয়াতে নিষেধাজ্ঞার কারণে (এখন জলসা) হয় না আর অনেক বছর যাবৎ হয় না কিন্তু (এক সময়) হতো। শীতকালে যখন জলসা হতো তখন বৃষ্টি হলেও কোনভাবে নিজেদের ঢেকে চুপচাপ বসে মানুষ জলসা শুনত। এখানেও যখন ইসলামাবাদে জলসা হতো তখন বৃষ্টির কারণে মাকী থাকা সত্ত্বেও জলসা গাহের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যেত। নীচে বসার জন্য শুধু ঘাস বিছানো হতো। বর্তমান সময়ের ন্যায় রীতিমত কোন মেঝে বানানো হত না, যেভাবে এখন কাঠ বা তকতা বিছানো হয়। আমি (যখন) জলসায় অংশগ্রহণ করেছি আমার মনে পড়ে, তখন বৃষ্টির কারণে জলসা গাহের কিছু অংশে পানি ঢুকে গিয়েছিল আর মাটি ভিজে গিয়েছিল। কিনারায় পানি জমে ছিল আর যারা কিনারায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ত তাদের হাঁটু ও কপাল পানি অথবা কাদাতে থাকত। আমার সাথেও এমনটিই ঘটেছে। সিজদা থেকে উঠে প্র থমে কপাল পরিষ্কার করতে হতো যাতে চোখে পানি বা কাদা ঢুকে না যায় অথবা ঘাসতৃণ লেগে থাকত। কিন্তু আমি দেখেছি, সবাই এক ধরণের গভীর অবেগ নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই আবেগ অনুভূতি এখনো রয়েছে আর বলা উচিত অধিকাংশ আহমদীর মাঝেই এমন আবেগ অনুভূতি বিদ্যমান। কিন্তু কেউ কেউ কিছুটা নাজুক বা স্পর্শ কাতরও হয়ে থাকেন অথবা পরিস্থিতির কারণে বা যুগের ব্যবধানের কারণে স্পর্শকাতর হয়ে গিয়ে থাকবে, তাদের জন্য আমি বলছি- তারা যদি অনুমতিপত্র পেয়ে থাকেন তাহলে তারা যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করে আর কোন অজুহাত যেন না দেখায়। এছাড়া যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, কিছু লোক ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে থাকে, কিছু লোকের অভিযোগ করার অভ্যাস থাকে আর (তারা) ব্যবস্থাপনার সমালোচনাও (এই বলে) করবে যে, এই ব্যবস্থা এভাবে কেন হল না আর এভাবে হওয়া উচিত ছিল অথবা না আসার অজুহাত দেখিয়ে বলবে, এজন্য আমরা আসি নি। অতএব, যাই হোক এসব কথা মনে রাখতে হবে। আজ, কাল ও পরশু দিনের জন্য যারা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন অথবা বলা উচিত যারা অনুমতিপত্র পেয়েছেন তারা যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করেন।

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি কথাও বলে দিতে চাই। যেমন- খাবারের তাঁবুতে খাবার নেওয়ার সময় এবং খাবার খাওয়ার সময় দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা মেনে চলুন। বিভিন্ন স্থানে একথা লিখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দূরত্ব বজায় রাখুন। কিন্তু যে নির্দেশনাই ঝুলানো হোক না কেন তা পড়ার অভ্যাস কিছু লোকের থাকে না, তারা এদিকে দৃষ্টি দেয় না। সাধারণত দেখা গেছে কিছু লোক এমনও আছে যারা আজকাল স্বাভাবিক অবস্থায়ও দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি খেয়াল রাখে না। তাই খাবার খাওয়ার সময়ও আর খাবার নেওয়ার সময়ও দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবেন। খাবার খাওয়ার সময় তো বাধ্য হয়ে মাস্ক খুলতে হয়, কিন্তু খাবার নেওয়ার সময় যখন লাইনে দাঁড়াবেন তখন মাস্ক পরে রাখবেন। অনুরূপভাবে দায়িত্ব রত কর্মীরাও এ বিষয়টি নিশ্চিত করুন যে, সর্বদা মাস্ক পরে থাকতে হবে। কর্মীরা যদি মাস্ক পরার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করে বা দুর্বলতা দেখায় কিংবা বিধিনিষেধের প্রতি যত্নবান না হয় তাহলে অতিথিরাও মান্য করবে না। এজন্য দায়িত্বরত কর্মীরা এবং অতিথিরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করুন যে, আপনারা মাস্ক পরছেন- তা হোক পার্কিং-এ বা গোসল খানায় অথবা পথ চলার সময় বা জলসা গাহে কিংবা খাবারের মাকীতে। জলসা গাহেও মাস্ক পরে বসতে হবে। তবে হ্যাঁ! কর্তৃপক্ষ যদি কখনও মাস্ক খুলে চেহারা দেখাতে বলে তাহলে এক্ষেত্রে সহযোগিতাকরুন। অনুরূপভাবে কোন বক্তব্য চলাকালীন যদি ব্যবস্থাপনার অধীনে শ্লোগান দেওয়া হয় তাহলে এ বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন যে, শ্লোগান দেওয়ার সময় বা এর উত্তর দেওয়ার সময় যেন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

কারওমাস্ক খুলে না যায়। অনেকে অসচেতনতা প্রদর্শন করেন। এবার এ বিষয়টি একেবারে নতুন তাই অনেক বেশি সচেতনতার সাথে এবং মনোযোগ সহকারে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। নিজেদের সুরক্ষার জন্য এবং সেই সাথে অন্যদের সুরক্ষার জন্যও নাক ও মুখ উভয়ই ঢাকা আবশ্যক। এছাড়া গেইট দিয়ে ভেতরে প্রবেশের সময় উভয় ধরনের চেকিং হবে। এইমস কার্ডও চেক করা হবে, আর সম্ভবত ভ্যাক্সিনেশন কার্ড এবং অন্যান্য অনুমতি পত্রও চেক করবেন। কাজেই, এক্ষেত্রেও যারা চেক করবেন তাদেরকে আশ্বস্ত করবেন এবং এমন কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ করবেন না যে, এত চেকিং আপনার খারাপ লাগছে। এসব সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অংশগ্রহণকারীদের উপকারার্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া আমি আরেকটি কথা বলতে চাই তা হল, অংশগ্রহণকারী কম হওয়ার কারণে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন না। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মীদেরও এবং অংশগ্রহণকারীদেরও সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকতে হবে যেমনটি পূর্বেও দিকনির্দেশনা পাওয়া যেত এবং নির্দেশনা থাকতো।

এরপর খাবার সম্পর্কে একথাও বলে দিচ্ছি যে, দুপুরের খাবার ইনশাআল্লাহ্ মা কীতেই দেওয়া হবে আর সেখানে আমার সেসব কথা মনে রাখবেন যা আমি বলেছি। কিন্তু ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে রাতের খাবার প্যাকেট করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা খাবার নিজেদের ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন। সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে তাড়াতাড়ি বিতরণ করার কিন্তু যদি কিছুটা সময় লেগেও যায় সেক্ষেত্রে অস্থির হবেন না। একইভাবে জলসা শোনার ব্যাপারেও সার্বিক যে দিকনির্দেশনা প্রতি বছর দেওয়া হয়ে থাকে তা পুনারাবৃত্তি করে দিচ্ছি, জলসা শুনুন। আর অনেক দিন পর সাক্ষাৎ হওয়ার কারণে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু -বান্ধবদের সাথে এদিক সেদিক বসে গল্পগুজবে রত হবেন না। আপনারা যেহেতু জলসার জন্য এসেছেন তাই জলসাই শুনুন। এই মহামারির কারণে অনেক এমন লোকও থাকবেন বরং বলা উচিত, অনেক নিকট আত্মীয় ও বন্ধুও এমন থেকে থাকবেন যারা ভিন্ন ভিন্ন শহরে থাকার কারণে দীর্ঘদিন পর একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। কারণ, এসময়ের মধ্যে জামাতীভাবেও কোন অনুষ্ঠান হয় নি। তাই, এই দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে সাক্ষাৎ করা যেন তাদেরকে জলসার অনুষ্ঠানশোনা থেকে বঞ্চিত করে না দেয় বা দোয়ার প্রতি যেন অমনোযোগি না করে। যেহেতু জলসায় এসেছেন তাই এথেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করুন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জলসার দিনগুলোতে যিকরে এলাহীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক একটি গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.)বলেন, আমার মনে হল, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, জলসার দিনগুলোতে যিকরে এলাহী কর অর্থাৎ কোন সমাবেশে বসে থাকলে তাতে যিকরে এলাহী হওয়া উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লা এর যেকল্যাণের কথা বলেছেন তা হল, উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম অর্থাৎ তোমরা যদি যিকরে এলাহী কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের স্মরণ করতে আরম্ভ করবেন। এখন ভেবে দেখুন! সেই বান্দার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে যাকে তার প্রভু স্মরণ রাখে অর্থাৎ যার যিকর খোদা তা'লা করেন? (খুতবাতে মাহমুদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৮)

অতএব, এ দিনগুলোতে যিকরে এলাহী আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আরো বেশিআকর্ষণ করার মাধ্যম হয়। তাই, এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে যিকরে এলাহীর প্রতি জোর দিন এবং বিশ্বে র বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে আহমদীরা একত্র হয়ে জলসা শুনছেন বা পরিবারের সদস্যদের সাথে বসে জলসা শুনছেন তারাও যিকরে এলাহীর প্রতি মনোযোগী হোন, যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার যতবেশি সম্ভব কৃপারাজি আকর্ষণ করতে পারি। আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নততর করতে পারি এবং আল্লাহর কৃপা আকর্ষণ করে আমরা যেন জাগতিক বিপদাপদ থেকেও সুরক্ষিত থাকতে পারি।

অতএব, জ্ঞানগর্ভ এবং তরবিয়তী বক্তৃতাসমূহ শুনে এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগী হয়েজলসার এই পরিবেশ থেকে পূর্ণ রূপে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন। এবার উপস্থিতির সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে সবার জন্য চেয়ারে বসার ব্যবস্থা রয়েছে তাই দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার সমস্যাও নেই।এমনিতেও জলসার একটি অধিবেশন খুব বেশি দীর্ঘ হয় না। সাধারণত দুই আড়াই বা সর্বোচ্চ তিন ঘণ্টার কাছাকাছি অধিবেশন হয় তাই যদি মেঝেতেও বসতে হয় এতটুকু সময়ের জন্য বসাকঠিন কিছু নয়। পরিশেষে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি,

তিনি (আ.) বলেন,

সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আমি আমার জমা'ত এবং স্বয়ং নিজের জন্যও এটিই চাই এবং পছন্দ করি যে, কেবল বক্তৃতাসমূহে উপস্থাপিত বাহ্যিক কথাবার্তাকেই যেন সবকিছু মনে করা না হয় আর সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন এতেই সীমাবদ্ধ না হয়ে যায় যে, বক্তা কতই না জাদুকরী বক্তব্য প্রদান করছে আর তার শব্দমালা কতইনা উচ্চাঙ্গের। আমি এতে মোটেও সন্তুষ্ট নই। আমি কৃত্রিমভাবে বলছি না বরং আমার স্বভাব ও প্রকৃতির দাবি হল, যে কাজই করা হবে তা যেন খোদার জন্য করা হয় আর যে আলোচনাই হবে তা যেন খোদার খাতিরে করা হয়। " (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৮-৩৯৯)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের অধঃপতন ও পশ্চাদপদতার এটিই অন্যতম কারণ। নতুবা এত সম্মেলন, সমাবেশ ও বৈঠক হয় আর তাতে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও বাগ্মী বক্তারা তাদের বক্তৃতা পাঠ করে, কবিরা জাতির দুর্দশায় শোকগাঁথা পাঠ করে- তাহলে কারণ কি যে এসবের কোন প্রভাবই পড়ে না? উন্নতির পরিবর্তে জাতি দিন দিন আরো অধঃপাতে যায়? আসল কথা হল, এসব সমাবেশে আগমনকারী ব্যক্তিরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করে না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৮-৩৯৯)

অতএব, প্রথম কথা হল; প্রতিটি বক্তৃতা শুনুন। এটি দেখবেন না যে, বক্তা ভালো কি না বা (মনে করবেন না যে) অমুকের বক্তৃতা শুনতে হবে অমুকেরটা শুনবো না। জলসায় বসে প্রতিটি বক্তৃতা শোনা উচিত এবং পুরো আন্তরিকতা ও মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। আর এই আন্তরিকতা তখনই অর্জিত হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের অধির আকাঙ্ক্ষা থাকবে। এই ব্যাকুলতা থাকলে, তা-ই আমাদের অবস্থার সংশোধন করতে পারে। আমাদের বংশধরদেরও সুধরে দিতে পারে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। এজন্য আমাদের চেষ্টা-সাধনা করতে থাকা উচিত। আমাদের মধ্য থেকে যারাই এই জলসায় যোগদান করছে বা শুনছে প্রত্যেকে নিজের মাঝে সত্যিকার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করবে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে আর আবওহায়ার জন্যও দোয়া করুন। এদিনগুলোতে আবওহাওয়া যেন আমাদের কোন অনুষ্ঠানেপ্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বরং আল্লাহ্ তা'লা এটি আমাদের অনুকূলে করে দেন, আমীন।

*১ম পাতার শেষাংশ....***********

উপকারে আসবে না। কেননা সেই ফিরিশতারা তাদেরকে ধ্বংস করতে আসবে আর তাদের আগমণের পর কাফেরের নেতাদেরকে কোনও প্রকার রেয়াত করা হবে না। বদরের যুদ্ধের সময় শাস্তিদানকারী এই ফিরিশতারা অবতরণ করেছিল এবং কিছু কাফেরদেরকে দিব্যদর্শনে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তখন ছিল তাদের মৃত্যুর সময়। ফিরিশতাদেরকে দেখেই বা তাদের কি উপকার হত?

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণিত হয়েছে। সেটি এই যে, ফিরিশতাদের কাজ মানুষের হৃদয় অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন মানুষ হবে, তেমন হবে তার ইলহাম। লোকে সাধারণত মনে করে যে ইলহাম হলেই বড় পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে উঠল। অথচ এই বিষয়টিই যথেষ্ট নয়। কেননা ইলহাম মানুষের প্রকৃতি অনুসারেই হয়ে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের এক অধিবাসী দিনমজুরী করার উদ্দেশ্যে প্রায় কাদিয়ানে আসত। সে প্রায় আমাদের এখানেই দিনমজুরী করত। কখনও সখনও কোন কোন কাজে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর নিকট গেলে তিনি তাকে নামাযের উপদেশ দিতেন, যা শুনে সে উত্তর দিত, 'নামায সানু ইয়াজদি নিঁ'। (অর্থাৎ নামায আমাদের অবস্থার সঙ্গে মানানসই নয়।) হঠাৎ একদিন তিনি সেই ব্যক্তিকে মসজিদে নামায পড়তে দেখলেন। নামায শেষ হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'ব্যাপারটা কি?' সে উত্তর দিল,'আজ আমার উপর এই ইলহাম হয়েছে 'উঠ শূকর, নামায পড়।' সেই কারণেই আমি নামায আরম্ভ করেছি। স্পষ্টতই এই ইলহামটি শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না, নিশ্চয় খোদার পক্ষ থেকে ছিল, কিন্তু তার মর্যাদা সম্মত ছিল। কাজেই শুধু ইলহামই বিচার্য হবে না, এই বিষয়টিও দেখা হবে যে সেই ইলহামের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে কি না বা সেই ব্যক্তির সম্মান প্রকাশেরও কোন আঙ্গিক রয়েছে কি না।

এই আয়াত দ্বারা একটি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে জানা যায় আর তা হল ফিরিশতারা সত্য সহকারে নাযেল হয়। অনুরূপভাবে মোমেনদের মাঝে নিম্ন ও উচ্চ মানের সকলেই রয়েছে। আবার নবীদের মর্যাদার মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। হযরত খাতামান্নাবিঈন (সা.) সেভাবেই নবী নামে অভিহিত হয়েছেন যেভাবে যাকারিয়া, ইলিয়াস এবং ইউসুফ আলাইহিমুস সালামকে আমরা নবী বলে থাকি। কাজেই যেভাবে একই শ্রেণীভুক্ত হলেই সকলে সম মর্যাদার হয়ে যায় না, অনুরূপভাবে সকলের ওহীকে 'ওহী' বলা হলেও তা মর্যাদার ক্ষেত্রে এক নয়। প্রত্যেক নবীর বাণী তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে হবে। এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে এই প্রশ্নটিও উত্তর পাওয়া যায় যে তওরাত, বাইবেল, যবুর প্রভৃতি গ্রন্থ কুরআন করীমের ন্যায় অতুলনীয় নয় কেন? যে নবীদের উপর সেই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ীই খোদা তা'লা সেগুলিতে কল্যাণ রেখেছেন। খোদা তা'লা বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ বিভিন্ন নবীর উপর ন্যস্ত করতেন আর তাদের সকলকে একই উপকরণ দিতেন- এটা কিভাবে সম্ভব ছিল? কাজ অনুপাতেই তাঁকে সরঞ্জাম দিতে হত, এবং সেই কাজ অনুপাতেই কর্মী নিযুক্ত করতে হত।

(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩)

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্য হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন-

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র আশিস ও করুণা বর্ষিত হোক। কিছু কাল থেকে জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অস্বস্তিকর প্রবৃত্তির মূল কারণ হল, এই দেশগুলির স্থানীয় বাসিন্দারা হতাশার শিকারে পরিণত হচ্ছে। তারা যেন বঞ্চিত ও অবহেলিত। সরকার ও প্রশাসন তাদের অধিকার সমূহ রক্ষা করতে অক্ষম। এই ধারণা তাদের মনে ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির একটি কারণ সেই সমস্ত দেশত্যাগীরা যারা সাম্প্রতিককালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- জার্মানীও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এই দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। অনেক স্থানীয় মানুষ এই নিয়ে আশঙ্কিত হচ্ছেন যে, এরফলে সমাজে বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তাদের ধারণা তাদের দেশের সম্পদ ও উপকরণ অন্যায্যভাবে এই সব দেশত্যাগীদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। অনেকের জন্যই মূল সমস্যা হল ইসলাম, কিন্তু এর জন্য 'অভিবাসী' শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। বস্তুত দেশত্যাগীদের মধ্যে সিংহভাগই মুসলিম, যারা মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভুত যুদ্ধ-পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের দেশ ত্যাগ করছে। তাই দক্ষিণপন্থীরা যখন অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে মিছিলের ডাক দেয়, তখন ইসলামই থাকে তাদের মূল লক্ষ্য। তাদের উদ্দেশ্য হল এই দেশগুলিতে মুসলমানদের প্রবেশ আটকানো।

হুযুর আনোয়ার বলেন- এই সমস্ত মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের চেষ্টা করছে যে, ইসলাম পশ্চিমি মূল্যবোধের সঙ্গে মেল খায় না আর মুসলমানেরা পশ্চিমি সমাজে সমন্বিত হতে পারে না। অতএব, এরা অবশিষ্ট নাগরিকদের জন্য বিপজ্জনক। এছাড়াও অনেক অমুসলিমের বিশ্বাস, ইসলাম হল উগ্রপন্থার ধর্ম। তাদের ধারণা, সেই সমস্ত মুসলমান যারা হিজরত করে আসছে তারা উগ্রপন্থী, ধর্ম-উন্মাদ। এই সব মুসলমানেরা সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াবে, বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং তাদের জাতির শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করবে। এই সব কথা এদেশে, বিশেষ করে পূর্ব জার্মানীতে শোনা গিয়েছে। এই কারণে সেখানে আন্দোলন হচ্ছে এবং মসজিদ নির্মিত হতে না দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা আহমদীরা এই ধরণের বিরোধীতায় আশঙ্কিত নই।

এখানে জার্মানীতে কয়েকটি সংগঠন আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় আর আমাদেরকে নতুন মসজিদ নির্মাণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, অথচ 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-এই নীতি নিয়ে আমরা চলি। বিগত এক শত ত্রিশ বছর থেকে আমাদের জামাত সারা পৃথিবীতে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রসারে অগ্রণী। আমাদের ইতিহাস সাক্ষী আছে, যখনই আমরা নতুন কোন মসজিদ নির্মাণ করেছি, বা কোথাও আমাদের নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে শীঘ্রই প্রতিবেশীদের ভীতি দূর হয়েছে। যারা পূর্বে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত, তারা আমাদের একনিষ্ঠ বন্ধু ও জামাতের শুভাকাঙ্খীতে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বে আমাদের প্রতিবেশীরা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আহমদীরা সমাজে শান্তির প্রচারক। এরা পৃথিবীতে শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতার সেবার বাণী প্রচার করে। কিন্তু অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের শোচনীয় পরিস্থিতির কারণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকেও এর ফল ভোগ করতে হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- দেশহারাদেরকে এরা নিজেদের দেশে ব্যাপকহারে প্রবেশের বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণেও করে যে, নারীদের যৌন-নিগ্রহ করার প্রতি শরণার্থীদের বেশি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে একটি ইউরোপীয় দেশে মহিলাদের যৌন-হয়রানির ঘটনা বা এর চেষ্টায় জড়িত ব্যক্তিদের অধিকাংশের সম্পর্ক শরণার্থীদের সঙ্গে। এই পরিসংখ্যন কতদূর সত্য, সেকথা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই জানেন। কিন্তু যখন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, তখন তা অন্যান্য জাতিকেও প্রভাবিত করে আর এর পরিণামে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ভীতি ও আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আরও একটি বিষয় যার উপর অনেক রাজনৈতিক দল ও নেতারা জোর দেন, সেটি হল এই সব দেশহারা মানুষদেরকে সামলাতে, তাদের থাকা ও খাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশকে অনেক সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। এরফলে সরকারের উপর চাপ বাড়ছে। ফলে স্থানীয় করদাতারা প্রভাবিত হয়। কোন দেশের করদাতা নাগরিকের এই প্রশ্ন করা যথোচিত যে, তাদের করের টাকা তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রকল্পে ব্যয় না করে ভিনদেশী শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ব্যায় করা ঠিক? আমি এই বিতর্কে যাব না যে, এটি প্রধান সমস্যা কিনা বা সমস্যার মূল কারণ কি না? কিন্তু এর সমাধান সূত্র বার করতে যদি না বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হয়, তবে সমাজে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। যখন বিপুল সংখ্যক শরণার্থী হিজরত করে আসে, তখন সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শরণার্থীদের মধ্যেও এমন কিছু অপ্রকাশ্য উপাদান অবশ্যই থাকে যা প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন, সম্প্রতি জার্মানীতে বসবাসকারী এক মহিলা শরণার্থীর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। এই ভদ্রমহিলাকে ইরাকে অপহরণ করে দাসী বানিয়ে রাখা হয়েছিল। তার কথা থেকে জানা যায় যে, সে কতটা সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয় যখন দেখে যে তাকে অপহরণকারী ব্যক্তিও জার্মানীতে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে। আর সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সেই সদস্য অত্যাচারিত ও নিপীড়তদের বেশে জার্মানীতে প্রবেশ করেছে। এটি সেই বিষয় যা সম্পর্কে আমি পূর্বেই সতর্ক করেছি। এই জন্য আমি বলি, প্রত্যেকটি বিষয়কে আলাদাভাবে তদন্ত করা হোক এবং উগ্রবাদীরা যাতে শরণার্থীদের বেশে কোনওক্রমেই প্রবেশ করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করা হোক।

হুযুর আনোয়ার বলেন-

যাইহোক, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম দেশগুলি থেকে ব্যপকহারে মানুষের পলায়ন ও দেশত্যাগ করার আতঙ্ক কিছুটা হলেও সঙ্গত। কিন্তু একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান মানুষের উচিত ছবির দুই পৃষ্ঠা ভালকরে দেখা এবং মুসলমান ও ইসলাম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করা। কোন ব্যক্তি কেবল এই কারণে ইসলামকে উগ্রবাদের ধর্ম বলে বা দাবি করে যে, সমস্ত মুসলমান সন্ত্রাসবাদী, তবে তার দাবির কোন সত্যতা নেই। বরং যাবতীয় সত্যনিষ্ঠ বিষয়কে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পূর্ণরূপে যাচাই করে দেখা উচিত। অতএব ইসলামের শিক্ষা উগ্রবাদের উপাদান রাখে- এমন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখা কর্তব্য। যাচাই করে দেখুন যে, মুষ্টিমেয় তথাকথিত মুসলমানদের অপকর্ম সতিই কি ইসলামের শিক্ষার কারণে? চিন্তা করে দেখুন যে, সত্যিই কি ইসলাম উগ্রবাদের অনুমতি দেয় নাকি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে যারা সমাজে বিদ্বেষাগ্নি ছড়ায়? ইসলাম কি ধর্মের নামে মুসলমানদের দেশীয় আইন লঙ্ঘন করার অনুমতি দেয়? ইসলাম মুসলমানদের কাছে সামাজিক সৌজন্যের বিষয়ে কি প্রত্যাশা রাখে? ইসলাম কি এই শিক্ষা দেয় যে, দেশের বোঝা হয়ে থাক? নাকি পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করে এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সমাজের উন্নতির জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার শিক্ষা দেয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন- যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত মুসলমান অপকর্মে লিপ্ত তারা ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একাজ করে তবে হয়তো একথা বলা যেত যে দক্ষিণপন্থীদের আশঙ্কা সত্যি। কিন্তু যদি এমন তথাকথিত মুসলমানদের জীবনযাপন ও কর্মধারা দ্বারা ইসলামের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও প্রমাণিত না হয়, তবে এটি কিভাবে সঠিক বলা যাবে? যদি একথা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম বিরোধী দলগুলি কেবল বিদ্বেষপূর্ণ বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে, যেগুলি কোনওটিই সত্যনির্ভর নয়, বরং কল্পনাপ্রসূত, তবে এর দায় কার? এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করব। আশা করি এর দ্বারা আপনাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পেতে সহায়তা হবে আর আপনারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার নির্যাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- ইসলামের

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

মৌলিক নীতি হল, মানুষ যখন শান্তিতে থাকে তখন অপরের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ প্রায়শই সেই সমস্ত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে যা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে সংঘটিত হয়েছিল। এর দ্বারা তারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ইসলাম এক রক্তক্ষয়ী ধর্ম যা (ধর্মের বিষয়ে) বলপ্রয়োগের অনুমতি দেয়। অথচ সত্য এই যে, মুসলমানরা প্রারম্ভিক তেরো বছর অনবরত অমানবিক ও নির্মম উৎপীড়ন সহ্য করেছে, কিন্তু তারা কোনও প্রত্যাঘাত করে নি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আত্মরক্ষার অনুমতি প্রদান করেন। এই অনুমতির উল্লেখ কুরআন মজীদের সূরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে করা হয়েছে যা আমার বক্তব্যের পূর্বে এখানে তেলাওয়াত করা হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই সমস্ত মানুষকে যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাদেরকে আর যেন অত্যাচারিত না হতে হয় সেই জন্য আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হল। অধিকন্তু কুরআন মজীদ বর্ণনা করে যে, যদি মুসলমানেরা নিজেদের ধর্মের উপর হওয়া আক্রমণ প্রতিহত না করত, তবে কালিসা, মন্দির, উপাসনাগার, মসজিদ এবং সমস্ত ইবাদতগাহও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এই কারণেই এই অনুমতি সেই সমস্ত মানুষের অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য যাতে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করতে পারে। কুরআন মজীদের সূরা ইউনুসের ১০১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সম্বোধন করে বলেন, যদি তিনি চাইতেন তবে নিজের ইচ্ছা সকলের উপর চাপিয়ে দিতে পারতেন আর সমগ্র মানবজাতিকে ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সূরা কাহাফের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে নিজেদের বাণী প্রচার করা উচিত এবং এই ঘোষণা দেওয়া উচিত যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। কিন্তু সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকে স্বাধীন, সে স্বীকার করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক। কুরআন মজীদের আয়াত বলছে, ঈমান আনা বা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে মানুষ স্বাধীন। অনুরূপভাবে কুরআন করীম সেই সমস্ত অমুসলিমদের বিষয়ে ইঙ্গিত করছে যারা স্বীকার করে যে ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ও অনুগ্রহশীল ধর্ম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমান আনতে অস্বীকার করে। কেননা তারা মনে করে, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পথ অবলম্বন করলে তাদের জাগতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের সূরা কাসাসের ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের দাবি, যদি তারা তোমার নির্দেশের অনুসারী হয় তবে নিজভূমি থেকে বিতাড়িত হবে।

ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষার দাবি হল মানুষ যেন সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং এর উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যে সমস্ত মুসলমান জিহাদের দাবি করে, সেটিকে তারা অমুসলিমদের উপর আক্রমণই হোক বা তাদেরকে জোর করে মুসলমান বানানোকে বোঝাক-এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভ্রান্ত। এমন কর্মধারা ও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আরও একটি অভিযোগ যা ইসলাম সম্পর্কে করা হয় সেটি হল মহিলাদের প্রতি আচরণ প্রসঙ্গে। কিছু অমুসলিমদের আশঙ্কা, মুসলিমরা যদি পশ্চিমি দেশসমূহের দিকে হিজরত করে তবে তারা স্থানীয় মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং তাদের সঙ্গে অসভ্যতা করবে। অবশ্যই কিছু শরণার্থী এই অপরাধ করেছেও। এই ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের এমন নির্লজ্জ আচরণের কারণে। এখানে আমি নির্দ্বিধায় একথা বলতে চাই যে, যদি কেউ কোন মহিলার মর্যাদাহানি করে বা কোনও প্রকারে তার সঙ্গে অসভ্যতা করে, তবে সে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে। ইসলাম এমন কাজ পাপ নামে অভিহিত করেছে। ইসলাম এমন গর্হিত অপকর্মের কঠিন শাস্তির বিধান করেছে। যেমন, ইসলামের শিক্ষা হল, যদি কেউ এমন অপরাধ করে তবে তাকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে চাবুকাঘাত করতে হবে। অতএব আপনারা যদি এমন আচরণকে সমূলে উৎপাটন করতে চান, তবে এমন জঘন্য অপরাধে লিপ্ত মুসলমানকে ইসলামি আইন অনুসারে শাস্তি দিন। যদিও আমার বিশ্বাস, পশ্চিমি দেশগুলি এবিষয়ে একমত হবে না। তার উপর মানবাধিকার কর্মীরা তো অবশ্যই এর বিরোধীতা করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, শরণার্থীদেরকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আরও একটি বড় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে সরকারের উপর অনেক বড় আর্থিক বোঝা চাপবে। এই কারণে শরণার্থীদেরকে কোন দেশে অধিকার আদায়ের মনোবৃত্তি নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়, বরং এই মানসিকতা নিয়ে প্রবেশ করা উচিত যে, তারা এই দেশকে কি দিতে পারে। আমি পূর্বে কয়েকবার বলেছি যে, শরণার্থীরা সেই দেশের কাছে ঋণী যে দেশ তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশ ও দেশের জনসাধারণের কাছে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে স্বাগতিক দেশের কাছে কেবল ভাতা ও সুযোগ সুবিধা আদায় করার পরিবর্তে যথাশীঘ্র নিজেদেরকে সমাজের কল্যাণকর অংশ হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। তাদেরকে জীবিকা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করা উচিত। যত সাধারাণ কাজই হোক না কেন, তাদের কাজ করা উচিত। এর ফলে তাদের যে শুধু সম্মান ও মর্যাদা বজায় থাকবে তা নয়, বরং এর ফলে সংশ্লিষ্ট সরকারের বোঝাও কমবে আর স্থানীয় মানুষদের অস্থিরতাও প্রশমিত হবে। প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের নবী (সা.) বলেছেন, দাতা গ্রহীতার চাইতে উত্তম। অনেক সময় মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদেরকে লোকেরা সাহায্য করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা অস্বীকার করেছে এবং নিজে উপার্জন করে জীবন ধারণ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। সরকার শরণার্থীদের যাবতীয় চাহিদাবলী পুরণ না করে, যদি সামান্য কাজেরও ব্যবস্থা করে দেয়, সেটি তাদের যোগ্যতার থেকে নিম্নমানের হলেও তা করা উচিত। তার বোঝা হয়েই যদি থেকে যায়, তবে সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারবে না। অধিকন্তু অস্থিরতা ও অরাজকতার কারণ হতে থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এছাড়াও সরকার যদি শরণার্থীদেরকে কিছু আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে, তবে এবিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, এর ফলে স্থানীয় মানুষদের জীবনধারণের চাহিদাবলী উপেক্ষিত হবে না। কয়েকটি দেশে শরণার্থীরা করদাতাদের থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। স্বভাতই এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। এই কারণে প্রত্যেকটি দেশকে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের সময় বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতে হবে, যেখানে শরণার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে। বরং স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি শরণার্থীদের তুলনায় বেশি ভাল আচরণ বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি একটি সংবাদ প্রকাশ্যে আসে যে, জার্মান সরকার একটি নতুন নীতি প্রনয়ণ করছে, যাতে বলা হয়েছে, শরণার্থীদেরকে জার্মানীতে থিতু হওয়ার পূর্বে একবছর কমিউনিটি সার্ভিস করা আবশ্যক। কিছু সমালোচক এখন থেকেই দাবি করছে, এটি সস্তা শ্রম আদায় করার ফন্দি মাত্র, অন্যথায় এটি সমাজে সমন্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনওভাবেই সহায়ক নয়। কিন্তু আমার মতে যে কেউ সমাজে কোন কাজে নিয়োজিত, সে সেই কাজে ফলে সমাজে সমন্বিত হচ্ছে। 'কমিউনিটি সার্ভিস' একটি ইতিবাচক শব্দ। কেননা এর ফলে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় যে, সমাজের সেবা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। এই কারণে জার্মান সরকারের এই নীতি সমালোচনার পরিবর্তে প্রশংসার যোগ্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সকলের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা করা কেবল স্বাগতিক সরকারেরই দায়িত্ব নয়। বরং শরণার্থীদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা যথাশীঘ্র সমাজের কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হতে পারে। শরণার্থীদের কাজে কাজের জন্য যদি উপযুক্ত যোগ্য না থাকে, তবে তাদেরকে প্রশিক্ষন দেওয়া ও শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজের সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে তারা দ্রুত কর্মদক্ষ হয়ে ওঠে। তাদের প্রশিক্ষনের জন্য যে খরচ হবে তা সেই দেশ ও জাতির এক মূল্যবান ভবিষ্যদ সম্পদ হিসেবে রক্ষিত থাকবে। যতদূর নিরাপত্তার বিষয়টির প্রসঙ্গ, যে যে শরণার্থী সম্পর্কে বা তাদের অতীত সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেয়, প্রশাসনকে তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং ক্রমাগত তাদের উপর তত্ত্বাবধান করা উচিত, যতদিন পর্যন্ত না আশ্বস্ত হওয়া যায় যে এখন এরা সমাজের জন্য আর বিপদের কারণ নয়। অনেকে এটিকে অপরের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপকারী নীতি হিসেবে মনে করবে, কিন্তু সমাজকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখা এবং জাতির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যে কোন দেশের সব থেকে বড় দায়িত্ব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি কোন শরণার্থী নাশকতা বা অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তবে অবশ্যই সে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে। কুরআন মজীদে সূরা বাকারার ১৯২ নং আয়াতের বলা হয়েছে, যদিও হত্যা এক জঘন্য অপরাধ, কিন্তু অশান্তি ও বিদ্বেষ ছড়ানো এর থেকেও জঘন্য অরাধ। এর অর্থ এই নয় যে, কাউকে হত্যা করা সামান্য অপরাধ। বরং এর দ্বারা এবিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, সমাজে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অশান্তি ছড়ানো বেশি ভয়াবহ এবং পরিশেষে এর প্ররোচনা সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এটি এমন মতভেদ ও যুদ্ধের কারণে পর্যবসিত হয় যা অজস্র নিরীহ মানুষকে গ্রাস করে এবং তারা অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়। ইসলামের নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এও বলেছেন যে, প্রকৃত মুসলমান সেই, যার কথা ও হাত থেকে অন্যান্য মানুষ নিরাপদ থাকে। তাই একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম যা উগ্রবাদকে উৎসাহ দেয়? একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম সমাজে অশান্তি ছড়ায়? কেউ এমন দাবি কিভাবে করতে পারে যে, ইসলাম মহিলাদের মর্যাদাহানি

করে? একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম তার অনুসারীদের অপরের ধন-সম্পদের উপর দখল জমানোর অনুমতি দেয়? যে কেউ এমন অপরাধ করবে, সে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সেটিকে বৈধ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুক বা না করুক, সেই ইসলামের শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে আর নিজের এই অন্যায়ের জন্য সে নিজেই দায়ী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশ্বস্ততার উচ্চ মান বজায় রাখার প্রত্যাশা করে। যেমন, কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উপদেশ করে বলেন, তারা যেন সম্পদ অর্জন করার সময় কখনওই ছল বা প্রতারণার আশ্রয় না নেয়। বরং তাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সর্বাবস্থায় এমন বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবে, যে কেউ তোমাদের উপর ভরসা করতে পারে। এবং সত্যতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত কর। অনুরূপভাবে সূরা মুতাফফিফিনের ২ ও ৪ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ব্যবসা ও বানিয্যে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই সমস্ত মানুষ যারা নেওয়ার সময় পুরোপুরি ওজন নেয়, কিন্তু দেওয়ার সময় ওজনে কম দেয়, যারা ব্যবসায় নিজের লাভের জন্য অপরের শোষন করে, তাদের জন্য ধিক্কার। অবশেষে তারা অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বস্তুতঃ ইসলাম সমাজকে যাবতীয় প্রকারের অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার থেকে নিরাপদ বানিয়েছে। ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করে। তাই অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল, তা সত্ত্বেও মানুষ হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্তার উপর অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। অথচ আঁ হযরত (সা.) সমাজে এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন করেছেন। মানব ইতিহাসে আমরা এমন উচ্চ মানের নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত অন্যত্র দেখতে পাই না, যেরূপ প্রারম্ভিক যুগের মুসলমানেরা স্থাপন করে গেছেন। তারা অপরের থেকে সুযোগ সুবিধা নিতেন না, বরং অপরের অধিকার যাতে প্রভাবিত না হয় সেটিই সুনিশ্চিত করতে তৎপর হতেন। যেমন, একবার আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবী নিজের এক ঘোড়া দুশ দিনারের বিনিময় মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যান। অপর এক সাহাবী সেই ঘোড়া ক্রয় করতে এলে তিনি সাহাবীকে বলেন, এই ঘোড়ার দাম দুশ দিনার খুবই কম। এর প্রকৃত মূল্য পাঁচশ দিনার হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বলেন, কোন দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, বরং নিয়মানুসারেই দরদাম করতে চান আর পাঁচশ দিনারই দেবেন। ঘোড়া বিক্রেতা সাহাবী বলেন, আমিও কোন দয়া-দাক্ষিন্য গ্রহণ করতে চাই না, তাই আমিও দশ দিনারই গ্রহণ করব, যেটি এর ন্যায্যমূল্য। তাঁদের মধ্যে নিজের লাভের পরিবর্তে অপরকে অধিকার ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল।

কল্পনা করে দেখুন, যদি সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তবে সেই সমাজ কতই না শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে। যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের লাভের পরিবর্তে সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করবে। ভিন্ন বাক্যে এটিই প্রকৃত ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা হবে। যদি কেউ দেখতে চায় যে ইসলাম কি উপস্থাপন করে, তবে তাকে এমন মানুষদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে হবে যারা নিজেরাই ভেদাভেদের শিকার এবং অন্যায়ভাবে অসহিষ্ণুতাকে ইসলামের প্রতি আরোপ করে। এবং এর পরিবর্তে এই সকল উন্নত দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সময়ের দাবি হল আমরা মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে নিজেদের কর্মের পরিণাম নিয়ে যেন বিশ্লেষণ করি। আজ পৃথিবীর গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হওয়া এবং দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু এই অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদেরকে একথাও উপলব্ধি করতে হবে যে, পৃথিবীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর যে কোন অংশে যখনই মানুষ নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকার হয়, তখন আন্তজার্তিক সমাজকে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা উচিত। যুদ্ধরত দুটি পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজটিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেই সমস্ত মানুষদের জন্য আমাদেরকে উদার হতে হবে, যারা প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধ-কবলিত। এমন প্রকৃত শরণার্থীদেরকে কখনওই প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় যারা অকারণে জুলুম ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে। কোনও সমাজেরই সেই সমস্ত নিরীহ মানুষদেরকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার যেন না থাকে, যারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে চায় এবং সে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে বদ্ধপরিকর। অধিকন্তু যাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে, যাদেরকে অশেষ যাতনা দেওয়া হয়েছে আর যারা নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্য আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসুন আমরা সকলে মিলে মানবতা প্রতিষ্ঠিত করি। আসুন আমার সম্প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করি। আসুন আমরা তাদের সাহায্যের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করি এবং তাদের দুঃখ-যন্ত্রনা ভাগ করে নিই, যাদের এর ভীষণ প্রয়োজন। অপরদিকে নতুন দেশে এসে মুহাজির বা অভিবাসীদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। নতুন সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করা এবং এতে সমন্বিত হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করা তাদের কর্তব্য। পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তাদের উচিত নয়, আর স্থানীয় মানুষদের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে নেওয়া উচিত নয়। বরং নিজের নতুন বাসগৃহের উন্নতি ও ক্রমাগত অগ্রগতির জন্য কাজ করতে হবে। পরস্পর মিলিত হয়ে আমাদেরকে এমন এক পন্থা বের করতে হবে যেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান সম্ভব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, পৃথিবী এক বিশ্বপল্লীর রূপ ধারণ করেছে। আমরা এখন অতীতের সেই যুগকে পিছনে ফেলে এসেছি, যখন কোন একটি দেশে কোন ঘটনা ঘটলে তা কেবল সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরকেই প্রভাবিত করত, কিম্বা খুব বেশি হলে এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী কোন দেশের উপর পড়ত। এখন আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি যেখানে কোনও একটি দেশে সংঘটিত বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার পরিণাম সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এই কারণেই পরস্পরের বিষয়ে ভয়-ভীত হওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত বিভিন্ন সমস্যাকে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করব, আমাদের লক্ষ্য এর থেকে কোনওভাবেই যেন কম না হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সর্বদা এটিই লক্ষ্য থেকেছে আর এর জন্য সব সময় প্রচেষ্টারত রয়েছে। অতএব মৌলিক বিষয় হল শান্তি, আর এর জন্য এই দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন যে, আমরা সকলে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি। তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে আমরা তাঁকে চিনব এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করব। আমাদের বিশ্বাস, যদি প্রত্যেক মানুষ এই বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়,তবে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পরিতাপের বিষয়, আমরা ঠিক এর বিপরীতটি লক্ষ্য করছি। খোদার তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে পরস্পরের কাছাকাছি আসার পরিবর্তে শন্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কেবল জাগতিক উপায় উপকরণ অবলম্বন করছে। দিন প্রতিদিন মানুষ ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ভয়াবহ পরিণাম আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কেবল খোদা তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপনই আমাদের মুক্তির একমাত্রই যার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় স্তরে শান্তি স্থাপন করা যেতে পারে। এই কারণে এটি আমার প্রবল বাসনা এবং প্রার্থনা যে জগতবাসী যেন নিজেদের স্রষ্টাকে চেনে এবং তাঁর প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করে। আজ আমি অনুরোধ করব আমরা যেন ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেষ্ট হই। আমি দোয়া করি মানুষ ও খোদার মধ্যে ব্যবধান যেন ঘুঁচে যায়। একমাত্র তখনই আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্যালেস্টাইন, জার্মানীতে বসবাসরত আলবেনিয়ান সদস্য আরব অতিথি ও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

সর্বপ্রথম প্যালেস্টাইনের একটি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সেখান থেকে তিন বোন- সামাহ আব্দুল জলীল, আমাল আব্দুল জালীল এবং সেহার মাহমুদ নিজেদের সন্তানদের নিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। আমাল আব্দুল জলীল এবং সেহার মাহমুদ আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাদের স্বামীরা তালাক দিয়েছে। এই দুই বোনের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত ও রয়েছে। এঁরা গত বছর জার্মান জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এবছর তাঁদের কাছে সফরের জন্য হাতে বেশি অর্থও ছিল না। তাই তাঁরা খরচ বাঁচাতে দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক পথ পেরিয়ে এসেছেন। সঙ্গে তাদের সন্তানরাও ছিল। কারণ খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করার উদগ্র বাসনা ছিল। এঁরা প্যালেস্টাইনের অধিবাসীনি। সেখান থেকে বাসে করে আম্মান (আদানের খাড়ি) পৌঁছন। তারপর সেখান থেকে জাহাজে করে গ্রীস পৌছন। গ্রীস থেকে সাইপ্রাস এবং সেখান থেকে জাহাজে করে কোপেনহেগান (ডেনমার্ক) পৌছন। এরপর ডেনমার্ক থেকে জাহাজে করে বার্লিন এবং বার্লিন থেকে স্টার্টগার্ট শহরে পৌছন। এরপর সেখান থেকে আরও দুই তিন ঘন্টার পথ পেরিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টের বায়তুস সুবুহ মসজিদে পৌছন। পুনরায় এখান থেকে দুই ঘন্টার সফর করে জলসা গাহ কালসারবে আসেন।

তাঁরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন- আমরা অবিরাম দেড় দিন সফর করার পর এখানে পৌঁছেছি। আমরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

সামাহ সাহেবা তিন বোনের পক্ষ থেকে কথা বলা আরম্ভ করেন। হুযুর স্নেহের ছলে জিজ্ঞাসা করেন তুমিই কি সকলের প্রতিনিধিত্ব করবে। এতে

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(৫ম পর্ব)

প্রশ্ন: জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে নামাযে আত্তাহিয়াতু পাঠ করার সময় আমরা যখন 'আসসালামো আলাইকা আইয়োহান্নাবীয়ো' বলি, তখন কি আমরা শিরকে লিপ্ত হই না? কেননা এই শব্দগুলি তো জীবিত মানুষদের জন্য বলা হয়ে থাকে। এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার ২০১৮ সালের ৬ই জুনের চিঠিতে লেখেন- নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাশাহুদে পঠিত দোয়াটি আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং সাহাবাদের শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন তোমরা এই দোয়া পাঠ করবে তখন তোমাদের মোনাজাত আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান আল্লাহ্‌র প্রত্যেক পুণ্যবান বান্দার কাছে পৌঁছবে। (সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

এর দ্বারা আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং একথা স্পষ্ট করেছেন যে তোমাদের এই দোয়া জীবিত মানুষদের কাছেও পৌঁছচ্ছে আর যার মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য তোমাদের দোয়ার কল্যাণ পৌঁছচ্ছে। কাজেই এই ধরণের দোয়া সরাসারি সম্বোধনসূচক পদ ব্যবহৃত হয়, এর দ্বারা এমন বিভ্রান্তিতে পড়া উচিত নয় যে আমরা যাকে সম্বোধন করছি তারা তো মারা গেছে, তাই এটি শিরক নয় তো?

এর মধ্যে শিরকের কোন অংশ নেই, কেননা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই পৃথিবীতে একজনের কথা অন্যের কাছে পৌছানোর জন্য বাতাসকে মাধ্যম করেছেন, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়াসমূহকে মৃতদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ফিরিশতাদেরকে মাধ্যম করেছেন। তাই আমরা কবরস্তানে গিয়ে যে দোয়া পাঠ করি তা শুরু হয় 'আসসালামো আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর' দিয়ে। যার মোটেই এই অর্থ নয় যে আমরা সেই সব মৃতদেরকে দেখতে পাই বা তারা আমাদের সামনে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রশ্ন করা হয় যে, 'আসসালামো আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর' যে বলা হয়েছে, এই দোয়া কি মৃতরা শুনতে পায়? এর উত্তরে হুযুর (আ.) উত্তর দেন-

'দেখ, তারা সালামের উত্তর 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে উত্তর দেয় না, খোদা তা'লা সেই সালাম (যা একটি দোয়া) তাদের কাছে পৌঁছে দেন। আমরা যে শব্দ শুনি তার জন্য একটি মাধ্যম দরকার। কিন্তু মৃত ও তোমাদের মাঝে এই মাধ্যমটি নেই। আসসালামো আলাইকুম বলার সময় খোদা তা'লা ফিরিশতাদেরকে মাধ্যম বানিয়ে দেন। অনুরূপভাবে দরুদ শরিফে ক্ষেত্রেও ফিরিশতারা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরুদ পৌঁছে দেন।"

(আখবারে বদর,১৬ই মার্চ, ১৯০৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন-

'উচ্ছ্বসিত ভালবাসা কিম্বা নিদারুণ দুঃখের সময় তৃতীয়পক্ষকে সম্বোধন করে ডাকার অর্থ এই নয় যে সে সশরীরে উপস্থিত আছে, এটি ভালবাসা প্রকাশের একটি পন্থা।"

(আল হাকাম, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪)

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা জানাযার সঙ্গে মহিলাদের কবরস্তান গমন, দফনকার্যের সময় পুরুষদের পিছনে দাঁড়ানো বা গাড়িতে বসে থাকার বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের জানতে চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ৯ই জুন তারিখে লেখা চিঠিতে বলেন-

নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে আঁ হযরত (সা.) সাধারণ মহিলাদেরকে কবরস্তানে যেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে মহিলাদের উপর খুব বেশি কঠোরতা অবলম্বনও করা হয় নি। যদি কোন বিশেষ কারণে কোন মহিলাকে জানাযার সঙ্গে দেখা গিয়েছে, সেক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.) বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন।

অজ্ঞতার যুগে মৃতদের নিয়ে শোক পালনের প্রথা খুব বেশি প্রচলিত ছিল। আর এই শোক বিলাপ মহিলারাই করত। ইসলাম এই ধরণের মাতমকে নিষিদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে মহিলাদেরকেও সাধারণত মৃতদের সঙ্গে কবরস্তানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে তাদের মধ্য থেকে কেউ আবেগ তাড়িত হয়ে দাফনকার্যের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে। অতীতের উলেমা ও ফিকাহবিদরাও জানাযার সঙ্গে মহিলাদের গমনকে অপ্রিয় জ্ঞান করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগে এবং তাঁর খলীফাদের যুগে সাধারণত এই প্রথা অনুসৃত হয়েছে, যেখানে জানাযা পড়ানোর সময় মহিলাদেরকে পৃথক ব্যবস্থাপনার অধীনে নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। কিন্তু দাফনকার্যের সময় তাদেরকে জানাযার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।

কাজেই বিশেষ কোন কারণ ছাড়া মেয়েদের জানাযার সঙ্গে কবরস্তানে যাওয়া উচিত নয়। যদি কোন বাধ্যবাধকতা থাকে, যেখানে মেয়েদেরকে জানাযার সঙ্গে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যেমনটি আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে তাদেরকে দাফনকার্যের সময় গাড়িতেই বসে থাকা উচিত, কবর প্রস্তুত হলে পুরুষরা যখন সেখান থেকে চলে যায়, তখন চাইলে আপনি কবরে দোয়া করতে পারেন।

প্রশ্ন: জনৈক আহমদী ..... হাদীসের আলোকে জানতে চান যে জামাতের সদস্যদের জন্য অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয় কেন ?

২০১৮ সালের ৫ই অক্টোবরে লেখা চিঠিতে হুযুর আনোয়ার বলেন-

এই পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ এ কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়ে এভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ۔

যদি এই হাদীসে কেবল নামায পড়ার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ কর এবং প্রত্যেক মুসলমানের নামাযে জানাযা পড়। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর রীতি এর থেকে ভিন্ন। কেননা হুযুর (সা.) ঋণগ্রস্ত, অপরের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিজে পড়েন নি।

এই কারণেই হাদীসের বিদ্বানরা এই হাদীসটি সঠিক হওয়া নিয়ে মন্তব্য করেছেন এবং এর বর্ণনার সনদের উপর প্রশ্ন তুলেছেন।

এছাড়াও হাদীসের গ্রন্থসমূহে আঁ হযরত (সা.)এর এই নির্দেশও বিদ্যমান ;; অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে কিনা নিজের ধর্মের বিষয়ে উদ্ধত হয়ে পড়ে বা ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, সে যেন কখনও তোমাদের ইমামতি না করে।

ইমামতী প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই হাদীসটি যাতে আঁ হযরত(সা.) অনাগত মসীহ মওউদ সম্পর্কে বলেছেন- 'ওয়া ইমামুকুম মিনকুম'। অর্থাৎ সেই সময় তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। এই হাদীসটি হাদীস গ্রন্থের সব থেকে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বিদ্যমান।

কাজেই এই হাদীসটিকে যদি সঠিক বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবু এর অর্থ হবে, হুযুর (সা.) আমাদেরকে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে যখন কাউকে ইমাম বানানো হয়, তখন তার কার্যকলাপে ছিদ্রান্বেষণ করে, তার দোষত্রুটি সন্ধান করার চেষ্টা করো না। বরং পূর্ণ আনুগত্য সহকারে তার নেতৃত্বে নামায পড়ে তা কবুল হওয়ার বিষয়টি খোদা তা'লার হাতে সঁপে দাও।

প্রশ্ন: সুইজারল্যাণ্ডের মজলিসে আমেলার সদস্যদের সঙ্গে ৭ই নভেম্বর, ২০২০ তারিখে হুযুরের সঙ্গে হওয়া ভার্চুয়াল সাক্ষাতে এক আমেলা সদস্য প্রশ্ন করেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তিনটি আংটি প্রস্তুত করিয়েছিলেন। দুটি আপনার হাতে শোভা পাচ্ছে। তৃতীয় আংটিটি কার কাছে আছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আলাইসাআল্লাহু' খোদিত আংটিটি হযরত আম্মাঁ জান হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) কে দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় আংটিটি যার উপর 'গারাসতু লাকা বিইয়াদি রাহমাতী ও কুদরাতি' ইলহামটি খোদিত ছিল, সেটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে দিয়েছিলেন। আর 'মৌলা বস' লেখা আংটিটি হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবকে

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

দিয়েছিলেন। 'আলাইসাআল্লাহ্' লেখা আংটিটি যা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) কে দেওয়া হয়েছিল, সেটির বিষয়ে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তাঁর পর এই আংটিটি পরবর্তী খলীফার হাতে শোভা পাবে। আর এভাবে এটি ব্যক্তিগত না হয়ে খিলাফতের ঐতিহ্যতে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু অন্য যে দুটি আংটি ছিল, সেটি দুই ভাই নিজেদের কাছেই রেখেছিলেন। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের যে আংটিটি ছিল সেটি তাঁর মৃত্যুর পর আমার পিতার কাছে চলে আসে। এরপর তাঁর মৃতু পর আমার মা সেটি আমাকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে খিলাফতের সম্মান দিলেন তখন সেই আংটিটি হাতে দিতেও শুরু করলাম। তৃতীয় যে আংটিটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের কাছে ছিল, সেটি তাঁর মৃত্যুর পর হযরত মির্যা মুজাফফর আহমদ সাহেবের নিকট হস্তান্তরিত হয় হযরত মির্যা মুজাফফর আহমদ সাহেবের কোন সন্তান ছিল না, তাই তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানির কন্যা আমাতুল জামীল সাহেবা এবং মহতর নাসের আহমদ সিয়াল সাহেব ইবনে হযরত চৌধরী ফতেহ মহম্মদ সিয়ালের পুত্রকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সে তাঁর কাছেই ছিল এবং তাঁর বাড়িতেই লালিত পালিত হয়েছিল। পরে তিনি সেই আংটিটি তাকে দিয়ে দেন, যে এখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে।

প্রশ্ন: গত খুতবায় আপনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সত্যিই যদি এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে কি জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরাও এর কবলে পড়বে?

হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন–

'আটার সঙ্গে ঘুণও পেসা যায়' এটিই তো প্রবাদ? আমরা ঘুণ মোটেই নয়, কিন্তু যখন পৃথিবীর উপর প্রভাব পড়বে তখন আহমদীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। যদিও তাদের সংখ্যা নগণ্য হবে। ইসলামের বিজয়সমূহের জন্য যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলির বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে মুসলমানেরা জয়ষ্ণু হবে। আঁন হযরত (সা.) এর যুগে মুসলমানের একের পর এক যদ্ধ জয় করতে থেকেছে, কিন্তু সেই সব যুদ্ধে কি কোন সাহাবা শহীদ হন নি? বিভিন্ন মহামারির প্রকোপ দেখা দেয়। সেই সব মহামারির সঙ্গে নির্দশনও থাকে, ভূমিকম্প, ঝড়োর প্রকোপ= এই সবে অনেক সময় আহমদীদেরও ক্ষতি হয়।

যদি আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক তৈরী করে রাখেন যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'আগুন আছে অবশ্য, কিন্তু সেই আগুন থেকে তাদের সকলকে রক্ষা করা হবে। যারা মহাবিস্ময়ের অধিকারী খোদার সঙ্গে ভালবাসা ও অনুরাগের সম্পর্ক রাখে।

খোদা তা'লার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যদি মজবুত হয় আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার সমূহ প্রদানকারী হই, তাঁর শিক্ষা শিরোধার্যাকারী হই, তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানকারী হই তবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশেই কমিয়ে দিবেন এবং তিনি আমাদেরকে নিজ কৃপাগুণে রক্ষা করবেন এবং পৃথিবী একটি শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু এর পূর্বেই আমরা যদি প্রকৃত অর্থে এই দায়িত্ব পালন করে থাকি, তবে জগতবাসীকে বলতে হবে যে এই সব বিপদাপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ খোদা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া এবং আল্লাহ্ ত'লার সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। তাই তোমরা নিজেদের সংশোধন কর। সত্যিই যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হয় এবং তা শেষ হয়, দেখা যাবে মানুষ জানতে পারবে যে একটি শ্রেণী, একটি জাতি, মুসলমানদের এমন একটি সম্প্রদায় ছিল যারা আমাদেরকে এই বিষয়ে উপদেশ দিত, তখন তারা খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তারা আপনাদের দিকে আসবে।

কাজেই আমরা যদি নিজেদের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সজাগ থাকি, তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জামাতের উন্নতির যে নিদর্শন রয়েছে সেগুলির আমরা সাক্ষী থাকব। আর যদি অধিকার প্রদান না করি, অন্যান্য বস্তুবাদিদের ন্যায় আমাদের দশা হয়, জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকি, পাঁচ ওয়াক্তে নামায ভুলে বসে থাকি, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার দিতে ভুলে যায়, মানুষের অধিকার দিতে ভুলে যাই, তবে আমরা এই যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পাব না। আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এমন কোন নিশ্চয়তা দান করেন নি যে তোমরা বয়আত করেছ বলে রক্ষা পাবে। বয়াতের সঙ্গে শর্তাবলী রয়েছে, সেগুলি পালন করলে তবেই আমরা রক্ষা পাব। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করা হবে, যখন তোমরা যাবতীয় শর্তাবলী পূর্ণ করবে। আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ কেবল মৌখিক থাকবে না, ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। একমাত্র তখনই তোমাদেরকে রক্ষা করা হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে বাংলাদেশের মুরুব্বীদের একটি ভার্চুয়াল সাক্ষাতে একজন মুরুব্বী সাহেব নিবেদন করেন যে, সচরাচর যুবক শ্রেণী ব্যবসা বা চাকরী সূত্রে শহরে চলে যায়, যার ফলে গ্রামীণ জামাতগুলিতে কর্মী ও পদাধিকারীদের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের কি করণীয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- এটি তো জগতের নিয়ম, সর্বত্রই এমনটি হয়ে থাকে, গ্রাম্য এলাকা থেকে শহুরে এলাকায় অভিবাসন ঘটে। আর বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রাম ও মফসসল অঞ্চলের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। লোকজন যদি সেখানেই থেকে যায়, পড়াশোনা করে শহরে না আসে তবে উন্নতি হবে না। এটি এ বিষয়ের প্রতীক যে শহরগুলিতে উন্নতির সুযোগ বেশি আর দেশের উন্নতি ঘটছে। কিম্বা লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা বেশি আর তারা পড়া শোনা করে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশে আপনাদের একজন অর্থশাস্ত্রী ছিলেন, যিনি সেদেশে কুটির শিল্পের পথিকৃত ছিলেন। বাইরে না গিয়ে গ্রাম ও মফসসলে কুটির শিল্প থাকলে লোকেরা সেখানেই কাজ করবে আর তাতে তারা বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবে। যদি এই ধরণের সুযোগ পাওয়া যায় তবে খুব ভাল কথা। জামাতের সদস্যদেরও তা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত আর সেখানে থেকেই কাজ করা উচিত। কিন্তু যারা অনেক বেশি লেখাপড়া করেছেন, যারা শিক্ষার্জন করে আরও বেশি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, স্পষ্টতই তাদেরকে বাইরে যেতে হবে। আর এর প্রতিকার হল, যারা থেকে গেল তারা যেন নিজেদের কাজ বেশি করে করার চেষ্টা করে এবং বয়আত করানোর চেষ্টা করে, বেশি করে তবলীগ করে, জামাতের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়। আতফালদের মধ্য থেকে যারা খুদ্দাম হতে চলেছে তাদের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ তৈরী করুন যে, তারা যেন বেশি করে জামাতের কাজ করতে পারে।

দেখুন জীবিকা উপার্জনের জন্য তাদেরকে অবশ্যই বাইরে যেতে হবে। এর উপায় হল, প্রথমত সেই এলাকায় নতুন বয়আত করান আর দ্বিতীয়ত নতুন প্রজন্মের তরবীয়ত এমনভাবে করুন যাতে তারা জামাতকে আগলে রাখতে পারে।

প্রশ্ন: জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে , হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'কুরআন করীমে চোরের হাত কর্তন করার এবং ব্যাভিচারীকে 'রজম' (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা) করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে।' এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, কুরআন করীমে চোরের হাত কর্তনের উল্লেখ থাকলেও ব্যাভিচারীকে রজম' করার কথা কোন আয়াতে পাওয়া যায় না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখের চিঠিতে এই প্রশ্নের উত্তরে লেখেন–

'ইসলামি দণ্ডবিধানের মূলত দুটি দিক রয়েছে। একটি চরম শাস্তি এবং দ্বিতীয়টি হল তুলনামূলক কম শাস্তি। এই শাস্তি প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক রোগব্যাধি প্রতিহত করা এবং অপরের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা করা। তাই আমরা দেখি, আঁহযরত (সা.) এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে সব ধরনের চোরদের হাত কাটার শাস্তি দেওয়া হয় নি। যেমন খাদ্য সামগ্রী চুরির অপরাধে কখনও কারো হাত কাটা হয় নি। কিন্তু কোন চোর যদি মহিলাদের কানের অলংকার লুট করার সময় কানে ক্ষত তৈরী করে দেয়, অথবা তার কোন অঙ্গের এমন অপূরনীয় ক্ষতি করে বসে যা তাকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয়, সেক্ষেত্রে এমন চোরকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে হাত কর্তনও রয়েছে।

অনুরূপভাবে যে ব্যাভিচার পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয়েছে, আর তার ইসলামি সাক্ষ্য প্রদানের পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, তবে উভয়কে একশ' বেত্রাঘাতের শাস্তির নিদান আছে।কিন্তু যে ব্যাভিচারে বল প্রয়োগ করা হয়েছে, আর যার মধ্যে অত্যন্ত পাশবিক অত্যাচারের রেশ পাওয়া যায়, কিম্বা কোন ব্যাভিচারী শিশুকে এমন নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে, এমন ব্যাভিচারীর শাস্তি কেবল একশ বেত্রাঘাত হতে পারে না। এমন ব্যাভচারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের সূরা মায়েদার ৩৪ নং আয়াত এবং সূরা আহযাবের ৬১-৬৩ নং আয়াতের শিক্ষা অনুসারে হত্যা ও 'সাংসার' (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) এর মত চরম শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই শাস্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণথ সরকারের জন্য একটি রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে।

কাজেই এই ধরণের ব্যাভিচারীদের জন্য 'রজম' এর শাস্তি প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন করীমের এই আয়াতগুলির কথাই উল্লেখ করেছেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 9 Sep, 2021 Issue No.36

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সামাহ সাহেবা বলেন, গত বছর আমরা প্রত্যেকে কথা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু কেউই বেশি কথা তুলে ধরতে পারি নি। হুযুর বলেন, যে কথাগুলি গত বছর বলা হয় নি সেগুলিও বলে নিন।

সামাহ সাহেবা বলেন, আমি মহম্মদ আলাওয়ান-এর স্ত্রী। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনাদের তো অনেক খ্যাতি রয়েছে। (এই দম্পতিকে ধর্মত্যাগী আখ্যা দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়েছে। বর্তমান ফিলিস্তিনি মিডিয়ায় এই বিষয়টি নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ রয়েছে। আর সোশাল মিডিয়াতে হাজার হাজার মানুষ এসম্পর্কে অবহিত।)

দ্বিতীয় বোন সেহার সাহেবা বলেন, হুযুর! এই মামলাটির জন্যও দোয়া করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ, আমি জানি, আল্লাহ্ তা'লা ফযল করুন। (সেহারকে ধর্মত্যাগীনী আখ্যা দিয়ে তার স্বামী তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে যাতে স্বামীকে কোন প্রকার অধিকার না দিতে হয়। প্রথমে আদালত তাকে মুসলমান বলে ঘোষণা দিয়েছিল। সম্প্রতি পুনরায় ধর্মচ্যুত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

তৃতীয় বোন আমাল জলীল সাহেবা বলেন, আমি বড় ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছি যাতে আহমদীয়াতের সত্যতা তার কাছে উন্মোচিত হয়, সে অ-আহমদী।

হুযুর আনোয়ার (আই) বলেন: সবশেষে সকলের উপর প্রকৃত সত্য অবশ্যই উন্মোচিত হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) জাসিম নামক সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করেন, জলসা কেমন লাগল? এতে সে উত্তর দেয়, জলসা খুব ভাল ছিল। কোনও কিছুই অনৈসলামিক ছিল না, কিন্তু আমার অনেক প্রশ্ন আছে। অনুমতি দিলে একটি প্রশ্ন করব। হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রশ্ন করুন।

সে প্রশ্ন করে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'আত-তবলীগ' পুস্তকে আরববাসীদেরকে বড় বড় উপাধি দ্বারা সম্বোধন করেছেন। তিনি তাদেরকে 'আসফিয়া' 'আতকিয়া' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু আরববাসীরা আজও পর্যন্ত তাঁকে গ্রহণ করে নি।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আরবদের মধ্যে অনেক পুণ্যবান মানুষ রয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদেরকে আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন, যে পুণ্যবান হবে সে, অবশেষে তাকে আসতেই হবে। ' এখন তারা যদি না আসে, তবে সেটি তাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাদের মধ্যে পুণ্যত্মা ও সাধুপ্রকৃতির মানুষেরা এদিকে এসেছেন। তাদের মধ্যে কিছু আমার সামনে বসে আছেন। তিনি (আ.) কখনওই একথা বলেন নি যে, মানুষ অনতিবিলম্বেই গ্রহণ করবে।

তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর পর তিন শতাব্দী পর বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। আমি মহম্মদী মসীহ্॥ আমার পর এই সময়ের পূর্বেই বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। তিনশ বছর অপেক্ষা করতে হবে না।

সামাহ সাহেবা বলেন, আমার ছেলে জ্বালাতন করে, পড়াশোনা করে না, সে ওয়াকফে নও। তার জন্য দোয়া করুন। হুযুর আনোয়ার বলেন, ওর প্রতি কঠোর হবেন না। নিজেই ঠিক হয়ে যাবে।

জার্মানীতে বসবাসকারী আলবেনিয়ান অতিথিরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত। করেন অতিথিদের সংখ্যা ছিল ৬০ জন।

এক ভদ্রলোক হুযুরের সঙ্গে সক্ষাতের সময় বলেন, আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপায় আজ আমরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করছি। আমরা নারী-পুরুষ সকলে হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এক তবলীগাধীন ইমাম ডক্টর হুদ হাজী জামীনীলায়ে সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা দেখে অভিভূত হয়েছি। এখানে এসে আমি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বাস্তব নমুনা প্রত্যক্ষ করেছি। নতুন বছর উপলক্ষ্যে জার্মানের আহমদী সদস্যসের পক্ষ থেকে সাফাই অভিযানের আয়োজন আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমার দোয়া এই যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সফল করুন এবং সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

এক ভদ্রলোক বলেন, আমি প্রথমবার জামাতের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছি। টিভি ও মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জামাত আহমদীয়ার জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে জানতে পারি। এই জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে আমি যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হন।

আরেক ভদ্রলোক বলেন, আমি জার্মানীতে থাকি আর কোসোভো শহরে প্রায়শ যাতায়ত করি। ১৯৯৪ সাল থেকে এখানে আছি। আমি যখনই কোসোভা যাই, সেখানে আমি নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে তবলীগ করি এবং তাদেরকে আহমদীয়াতে বাণী পোঁছে দিই। সেখানে আমাদের বিরোধীরাও রয়েছে। দোয়া করুন যে, খোদা তা'লা আমাকে সঠিক বাণী পোঁছে দেওয়ার তৌফিক দেন এবং আর আমার আত্মীয়-স্বজনেরাও যেন আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়।

এক ভদ্রলোক বলেন, আমি কোসোভা থেকে এসেছি। আর এখানে জার্মানীতেই থাকি। খোদা তা'লা আমাকে প্রথম বার হুযুর আনোয়ারকে এত কাছে থেকে দেখার সুযোগ দিচ্ছেন। আমি অনেক সৌভাগ্য যে কারণে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম।

আওনা কাম্বেরী নামে এক ভদ্রলোক বলেন: আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে তাঁর খলীফার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। হুযুর আনোয়ারের সত্তা থেকে কেবল ভালবাসার বিচ্ছুরণ ঘটছিল, যা জলসা সালনার দিনগুলিতে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছিল। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ঘটনাটি আমার স্মৃতিপটে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে, কেননা, এর পূর্বে আমি তাঁকে স্বপ্নেও দেখি নি।

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক আলজেরিয়ান বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁর সঙ্গে আমার বিগত ২০ বছর থেকে পরিচয়। আমি যখন তাকে বললাম যে, আমি এই দুই হাত দিয়ে প্রিয় ইমামের সঙ্গে করমর্দন করেছি, তখন সেও আমার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে সেই বরকতের অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমার চোখে অশ্রু নেমে আসে। বস্তুত খলীফাতুল মসীহ্‌র কল্যাণেই এই ভালবাসা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছে। এরপর পাকিস্তানের এক আহমদী ভাইও এই কারণে আমার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। এরফলে আল্লাহ্‌র জামাতের প্রতি ভালবাসায় আমার হৃদয় আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। আমি এই দোয়া করি যে, প্রিয় হুযুরের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়ার এই বরকত যেন আমার সত্তার মধ্য দিয়ে জামাতের স্বার্থে প্রকাশিত হয়। আমি হুযুরকে রসুলে করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে সালামের বাণী পোঁছে দিতে পেরে যারপরনায় আনন্দিত। সেই সময় আমার মনে হচ্ছিল যেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন।

মাননীয় ইলির চুলিয়ানজি সাহেব একজন পুরোনো আহমদী। তিনি প্রথমবার হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি ভাষায় বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, খিলাফতের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই আধ্যাত্মিক খাদ্য-সম্ভার দ্বারা আমরা কেবল আহমদীরাই নয়, অন্যান্য মুসলমানেরাও কল্যাণমণ্ডিত হবে যাদের এই খাদ্যসম্ভারের ভীষণ প্রয়োজন।

এক ভদ্রলোক বলেন: আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, খানা কাবা হজ্জ করছি। লক্ষ্য করি খানা কাবার পর্দা অপসারিত হয়েছে। আর খানা কাবার অভ্যন্তরভাগটি একটি রেস্টুরেন্ট সদৃশ মনে হচ্ছে। খানা কাবার পাশে দুতল বিশিষ্ট আরেকটি ভবন আছে, যেখানে আমি এক আহমদী সদস্যের সঙ্গে নামায পড়লাম। স্বপ্নটি শোনার পর হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি খানা কাবাকে যে রেস্টুরেন্ট সদৃশ দেখেছেন, এর অর্থ হল মানুষ আজ কাল সেখানে জাগতিক স্বার্থে যেতে আরম্ভ করেছে আর একে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দিচ্ছে। খোদা করুক, সেই সময় যেন শীঘ্র আসে যখন আহমদীরা সেখানে যাওয়া আরম্ভ করবে যাতে খানা কাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বহাল থাকে এবং নিজের প্রকৃত আধ্যাত্মিক মর্যাদা ফিরে পায়। খোদা তা'লাই জানেন সেই সময় কখন আসবে।

হুযুর আনোয়ার এই প্রসঙ্গে 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আব্দুল্লহ্ বিন মুবারক (রহ.)-এর একটি রুইয়্যার উল্লেখ করে বলেন, স্বপ্নে ফিরিশতা একথা বলেছে যে, এবছর এক ব্যক্তি ছাড়া কারো হজ্জ গৃহীত হয় নি। কিন্তু তার হজ্জ গৃহীত হয়েছে, যে কি না হজ্জে আসে নি।

এক যুবক সম্পর্কে বলা হয় যে, এই ছেলেটি তার পিতা-মাতার বিবাহের সাত বছর পর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর দোয়ার কল্যাণে জন্ম লাভ করেছিল। হুযুর (রহ.) তাকে হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাপত্রও প্রেরণ করেছিলেন। ছেলেটির বাসনা, হুযুরের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) স্নেহভরে তার সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। সেই যুবক হুযুরের সঙ্গে ছবিও তোলে। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir